NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কেরলের ডাক্তারি ছাত্রীর আত্মহত্যা ফের পণপ্রথার বিভীষিকা জাগাল

বিশেষজ্ঞ স্পিনার ছাড়াই পার্থে নামছে পাকিস্তান, দুই পেসারের অভিষেক ৮

কলকাতা ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৮২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 14.12.2023, Vol.17, Issue No. 182, 8 Pages, Price 3.00

২২ বছর পর সংসদে আবার জঙ্গি-আতঙ্ক

লোকসভায় ২ বহিরাগতর লম্ফঝম্ফে হতভম্ব সাংসদরা

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর: ২২ বছর পর সংসদে আবার জঙ্গি আতঙ্ক। বুধবার লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশন চলছিল। সভায় ওই সময়ে মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বক্তৃতা করছিলেন। আচমকা দেখা যায়, দুই যুবক সভার মাঝে লাফিয়ে পড়েন। বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন তাঁরা। সাংসদেরাও আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, হামলাকারীরা হলুদ রঙের গ্যাস জাতীয় পদার্থ সভায় ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। এক বেঞ্চ থেকে অন্য বেঞ্চে লাফিয়ে লাফিয়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছিলেন তাঁরা। সেগুলিকে 'রং বোমা' বলে দাবি করা হচ্ছে। গ্যাস দেখে সভায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই ধোঁয়া বিষাক্ত হতে পারে, সেই আতঙ্কে ত্রস্ত হয়ে পড়েন সাংসদেরা। হামলাকারীরা স্লোগান দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। দুই সাংসদ দ্রুত তাঁদের ধরে ফেলেন এবং নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে তুলে দেন। ধরা পড়ে যাওয়ার পরেও হামলাকারীদের স্লোগান দিতে দিতে সভা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

২২ বছর আগে সংসদে হামলার স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছে বুধবারের ঘটনা। এর আগে ২০০১ সালে এই ১৩ ডিসেম্বরেই সংসদে জঙ্গি হামলা হয়েছিল। দুই যুবক চিৎকার করে বলছিলেন, 'একনায়কতন্ত্র চলবে না'। লোকসভার পরিবহণ ভবনের সামনে থেকে আরও দু'জনকে পুলিশ আটক করেছে। তাঁদের মধ্যে এক জন মহিলাও ছিলেন। তাঁরাও একই ধরনের স্লোগান দিচ্ছিলেন।

লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, 'দু'জন গ্যালারি থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের হাতে কিছু ছিল। হলুদ রঙের গ্যাস বেরোচ্ছিল তা থেকে। সাংসদেরাই তাঁদের ধরে ফেলেন। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা হামলাকারীদের ধরে বার করে আনেন। দুপুর ২টো পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করা হয়েছে। ২০০১ সালে সংসদ হামলার ঘটনায় যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, আজ তো তাঁদেরও মৃত্যুদিন। একই দিনে আবার সংসদের নিরাপত্তা ভঙ্গ করা হল।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুললেন বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর: সংসদ হামলার বর্ষপূর্তির দিনেই দু'জনের হানা দেওয়ার ঘটনা আতঙ্ক ছড়াল নতুন সংসদ ভবনে। আর সেই হানাদারির ঘটনায় বিরোধীদের আক্রমণের মুখে পড়লেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলার শাসকদল তৃণমূলের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডল থেকে কড়া সমালোচনা করা হয় গান্ধিনগরের সাংসদের। রাজ্যসভায় কংগ্রেসের তরফে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতিও দাবি করা হয়। তৃণমূলের তরফে লেখা হয়েছে, 'নতুন ভারত। নতুন সংসদ। নতুন আইন। সেই পুরনো নিরাপত্তার গাফিলতি। পুরনো সংসদ ভবনে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনার ২২তম বার্ষিকীতে আজ দু'জন ক্যান নিয়ে ঢুকে পড়ে যা থেকে হলুদ গ্যাসের নির্গত হচ্ছিল। দর্শক গ্যালারি থেকে লাফ দিয়ে তারা লোকসভার অধিবেশন কক্ষেও প্রবেশ করে।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ করে আরও লেখা হয়েছে, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বাধীন দিল্লি পুলিশের নজরদারিতেই এমন ঘটনা ঘটে গেল। কী ভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গায় নিরাপত্তার এমন গাফিলতির ঘটনা ঘটল? কাদের নামের পাস ওদের দেওয়া হয়েছিল?' সমালোচনার সুরেই কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে আবার রাজ্যসভার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে জবাবে রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গয়াল বলেন, 'এখন এই বার্তা দেওয়া উচিত, দেশকে একত্রিত রাখতে আমরা সকলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। লোকসভায় যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য সেই অধিবেশন বন্ধ রাখা হয়েছে। রাজ্যসভা বরিষ্ঠদের স্থান, তাই এখান থেকে এই বার্তাই দেওয়া উচিত, এই ধরনের ঘটনার চেয়ে দেশ অনেক বড়। আর অধিবেশন চলতে দেওয়া উচিত।' খাড়গের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতার উচিত সদনের কার্যক্রম চলতে দেওয়া।'

রাজ্য বিধানসভায় আরও জোরদার হচ্ছে নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন দিল্লির সংসদ ভবনে এদিনের হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য বিধানসভার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। বিধানসভায় নিরাপত্তারক্ষীদের শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করা হবে বলে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। এদিনের ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যখন লোকসভায় এমন ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তখন বিধানসভার ক্ষেত্রেও আর একটু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। নিরাপত্তারক্ষীদের বিষয়টি দেখতে বলা হবে।

অধ্যক্ষ বলেন, 'অনেক সময় দেখা গিয়েছে, কোনও কোনও বিধায়ক অনেক লোককে সঙ্গে নিয়ে বিধানসভায় আসেন। এব্যাপারে আরো কঠোরতা অবলম্বন করা হবে।' পাশাপাশি নিরাপত্তারক্ষীদের শূন্যপদ গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, বিধানসভার নিজস্ব ৬০ জন নিরাপত্তারক্ষী পদ থাকলেও বর্তমানে ২২ জন কর্মী রয়েছেন। অধ্যক্ষ জানান, বিধানসভার অধিবেশন শুরুর আগে কলকাতা পুলিশের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। কলকাতা পুলিশের থেকে বেশ কিছু কর্মীকে বিধানসভার নিরাপত্তার কাজে নেওয়া হয়। তাঁদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে বিধানসভার অধিবেশনের সময় নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া যখন বিধানসভায় কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান হয়, তখনও একইভাবে রিকুইজিশন যায় পুলিশের কাছে। তবে অন্যান্য সময়ে, অর্থাৎ যখন বিধানসভায় স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক বা অন্যান্য কাজকর্ম চলে, তখন বিধানসভার নির্দিষ্ট নিরাপত্তা কর্মীদের দিয়েই কাজ চালানো হয়।

চার ধাপের নিরাপত্তার শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে কিভাবে প্রবেশ সংসদে!

খতিয়ে দেখা হচ্ছে গোটা বিষয়টি

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর: রং বোমা নিয়ে লোকসভায় ঢুকে পড়েছিলেন দুই যুবক। তাঁদের কাছে প্রবেশের অনুমতিপত্র ছিল। তবে রং বোমা নিয়ে প্রবেশ করে লোকসভার নিরাপত্তা ভঙ্গ করেছেন তাঁরা। অধিবেশন চলাকালীন লোকসভার চেম্বারে ঢুকে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন হলুদ ধোঁয়া। এই ঘটনার পর লোকসভার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কী ভাবে নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ফাঁকি দিয়ে সরাসরি চেম্বারে ঢুকে গেলেন দু'জন? রং বোমা-ই বা তাঁদের কাছে থেকে গেল কী ভাবে?

নতুন সংসদ ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরনো ভবনের চেয়েও জোরালো। মোট চারটি ধাপে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ রাখা হয়েছে এই ভবনটিতে। সেই চার ধাপ পেরিয়েই লোকসভা কক্ষে ঢোকেন হানাদারেরা। কিন্তু চার ধাপের কোথাও রং বোমার অস্তিত্ব ধরা পড়েনি। পায়ের কাছে সেগুলি লুকিয়ে রেখেছিলেন অভিযুক্তেরা।

দিল্লি পুলিশের একটি বিশেষ ইউনিট এবং সিআরপিএফ জওয়ানের একটি দল সংসদের বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন। এ ছাড়াও বেশ কিছু নিরাপত্তা এজেন্সি থাকে ওই চত্বরে। থাকে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স এবং দমকল।

সংসদে যাঁরা ঢোকেন, তাঁদের বেশ কিছু নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। দর্শনার্থী হিসাবে যাঁরা সংসদে প্রবেশ করেন, নিরাপত্তারক্ষীরা প্রথমে হাত দিয়ে তাঁদের কাছে কোনও আপত্তিকর বস্তু আছে কি না, দেখে নেন। মোবাইল ফোন, ব্যাগ, পেন, জলের বোতল এমনকী কয়েন নিয়েও ঢোকা যায় না সংসদের গ্যালারিতে। কারও কাছে তেমন কিছু আছে কি না, যাচাই করে দেখেন রক্ষীরা। পরিচয়পত্র হিসাবে আধার কার্ড দেখিয়ে ঢুকতে হয় ভিতরে। তিনটি স্ক্যানার পেরিয়ে সংসদের ভিতরে যাওয়ার ছাড়পত্র মেলে। ওই স্ক্যানারের মাধ্যমে শরীরের সর্বাংশ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। এই পদ্ধতিগুলি সম্পন্ন হওয়ার পরেই কেউ ভিতরে প্রবেশের অনুমতিপত্র পেতে পারেন।

যে কোনও ব্যক্তিকে লোকসভায় ঢুকতে দেওয়া হয় না। আগে তাঁদের নাম, পরিচয় খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। কোনও না কোনও সাংসদের সুপারিশ ছাড়া ভিতরে ঢোকা যায় না।

মোজার ভিতরে রং বোমা রেখেছিলেন লোকসভার দুই হানাদার। নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের ধরে ঝাঁকিয়ে পরীক্ষা করার সময়ে তাই স্বাভাবিক ভাবেই ওই রং বোমার অস্তিত্ব ধরা পড়েনি। কিন্তু তিনটি স্ক্যানারের শ্যেনদৃষ্টি কী ভাবে তাঁরা এড়িয়ে গেলেন, কেন রং বোমাগুলি স্ক্যানারে ধরা পড়ল না, তা স্পষ্ট নয় এখনও। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন লোকসভায় হানাদারির ঘটনায় এ বার জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলল তৃণমূল। বুধবার দুপুরে লোকসভার গ্যালারি থেকে ফ্লোরে ঝাঁপ মেরে রং বোমা ছোড়ার ঘটনায় ধৃত দুই যুবক যে বিজেপি সাংসদের দেওয়া প্রবেশপত্র নিয়ে সংসদ ভবনের ভিতরে ঢুকেছিল তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি তুলেছে তৃণমূল। তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে বলেন, 'যদি আমাদের মাননীয়া সাংসদ মহুয়া মৈত্র যদি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে বহিষ্কৃত হতে পারে, তা হলে বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহা কেন ছাড় পাবেন?' জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ভূমিকাকে ধিক্কারও জানান তিনি। দোলা বলেন, 'লোকসভায় ঢুকে ধোঁয়া বোমা ছোড়া হল। আরও বড় কিছু ঘটতে পারত। এটা কী জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে আশঙ্কা নয়? এথিক্স কমিটি কোথায় গেল?'

এক নজরে

ধর্মীয় স্থান ও জনারণ্যে মাইক নিষিদ্ধ মধ্যপ্রদেশে

ভোপাল, ১৩ ডিসেম্বর: মধ্যপ্রদেশে ধর্মীয় স্থান এবং জনবহুল এলাকায় মাইক বাজানো নিষিদ্ধ, শপথ গ্রহণের পর প্রথম বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। গত ১১ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁকে বেছে নেয় বিজেপি। বুধবার তিনি শপথ গ্রহণ করেছেন। তার পরেই জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর রাজ্যে সমস্ত ধর্মস্থান এবং জনবহুল এলাকায় মাইক নিষিদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এটাই তাঁর জারি করা প্রথম নির্দেশ। বুধবার নিজের দপ্তরে প্রথম কাজ শুরু করেছেন মোহন। তার আগে নিজের মতো করে ছোটখাটো পুজোর আয়োজনও করেছিলেন। শপথ গ্রহণের দিনেই মাইক নিষিদ্ধ করার মতো বড় ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি কতটা তৎপর, তা-ই প্রমাণ করলেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

বর্ধমানে জলের ট্যাংক ভেঙে পড়ল স্টেশনের ছাউনির ওপর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: রেলওয়ে স্টেশনে হুড়মুড়িয়ে ভাঙল জলের ট্যাংক। আর তাতেই ঘটে গেল বড়সড় বিপত্তি। স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উপরে থাকা ৫৩ হাজার ৮০০ গ্যালন জলধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বিশাল জলাধার ভেঙে পরে প্লাটফর্মে যাত্রীদের বসার টিনের ছাউনির উপর। সেই ছাউনি-সহ লোহার পিলার ভেঙে কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয় ২৮ জন।

স্থানীয়রা ও রেল পুলিশের কর্মীরা উদ্ধার করে সকলকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ দুই এবং তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে একটি ওভারহেড জলের ট্যাংক হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সেই সময় দু'টি প্ল্যাটফর্মেই গাদাগাদি ভিড়। আচমকা ট্যাংক ভেঙে পড়ায় মুহূর্তে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, ওই প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের বসার একটি শেড ছিল। ট্যাংকটি হুড়মুড় করে সেই শেডের উপর পড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে দুপুর ১২টা নাগাদ। ঘটনার সময় বহু যাত্রী ট্রেন ধরার জন্য প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। আচমকাই ওই জলাধারটি প্ল্যাটফর্মের শেডের ওপর ভেঙে পড়ে। দুমড়ে মুচড়ে যায় শেডের লোহার পাতটি। ভারি লোহার জলের ট্যাংকের ভগ্ন অংশ রেল লাইনের ওপর আছড়ে পরে। তার ধাক্কায় লাইনের উপর থাকা বড় বড় পাথর ছিটকে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলে আসে। এই ঘটনায় গোটা স্টেশন জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আরপিএফ, জিআরপি, বর্ধমান থানার পুলিশ, রেলের আধিকারিক-সহ রেলের ইঞ্জিনিয়াররা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলা পুলিশ সুপার ও জেলাশাসক-সহ উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমস্ত জিনিস সরানোর কাজ শুরু করে রেল আধিকারিকরা। ঘটনার পর এক ও দু-নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে সন্ধ্যা নাগাদ ওই দুটি লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। কি কারণে এই দুর্ঘটনা সেই বিষয়ে রেলের কোনো আধিকারিকদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ও রেলের গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছেন একাধিক যাত্রী।

গভীর উদ্বেগ প্রকাশ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন বর্ধমান রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জলের ট্যাংক ভেঙে পড়ার ঘটনায় রাজ্য সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মুখ্যসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী এদিন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজির সঙ্গে কথা বলে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। মৃতদের পরিবারের পাশে থাকতে এবং আহতদের চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসককে রেলের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে উদ্ধারকাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। ওই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। আহত ২০ জনেরও বেশি মানুষ। উদ্ধারকাজের জন্য ১, ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম বন্ধ রাখা হয়েছে। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে সমস্ত ব্যবস্থা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব অর্থপেডিক বিভাগকে সজাগ থাকার কথাও বলেছেন।

নিম্নচাপের মেঘ কাটতেই জাঁকিয়ে শীত

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিম্নচাপের মেঘ কাটতে না কাটতেই বঙ্গে জাঁকিয়ে বসেছে শীত। তবে এখনই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস। শীতের মরশুমে এই প্রথম কলকাতার তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে নেমেছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার তুলনায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বুধবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর। গোটা নভেম্বর শীতের জন্য অপেক্ষা করেছে বঙ্গবাসী। বারবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিম্নচাপ। যার জেরে নভেম্বর মাসে ঠান্ডার রেশ অনুভূত হয়নি। কিন্তু নিম্নচাপ কাঁটা সরতেই জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। সকাল এবং রাতের দিকে রীতিমতো কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, আরও কিছুটা ঠান্ডা বেড়েছে রাজ্যে। একদিনে প্রায় এক ডিগ্রি কমেছে কলকাতার তাপমাত্রা। বুধবার আলিপুরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ পর্যন্ত আজই কলকাতার শীতলতম দিন। জেলায় ঠান্ডা আরও বেশি, পশ্চিমাঞ্চলে ১০-১১ ডিগ্রিতে নেমেছে পারদ। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আপাতত ঠান্ডা থাকবে, রাতের তাপমাত্রা বাড়ার আশঙ্কা নেই। স্বাভাবিকের নিচে থাকবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও। উত্তরবঙ্গের ওপরের দিকে ৫ জেলা ১৩ ডিসেম্বর হালকা বৃষ্টিতে ভিজতে পারে। বাকি রাজ্য থাকবে খটখটে শুকনো।

মহুয়ার দ্রুত শুনানির আর্জি মানল না শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর: সাংসদ পদ খারিজের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বুধবার তাঁর আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কলের বেঞ্চে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান। কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর করেনি বেঞ্চ। আদালত জানিয়ে দেয়, দ্রুত শুনানি সম্ভব নয়। মামলাকারী চাইলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এর পরই প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে যান মহুয়ার আইনজীবী। বৃহস্পতিবার বা তার পরের দিন শুনানির আর্জি জানান তিনি। তখন প্রধান বিচারপতি বলেন, 'ইমেল মারফত আবেদন করুন। আমরা বিষয়টি দেখছি।' প্রসঙ্গত, গত ৮ ডিসেম্বর সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যায় মহুয়ার। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রাথমিক ভাবে মামলা দায়ের করেন মহুয়া। সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘ আবেদনে বিষয়টি বিস্তারিত লিখেছেন মহুয়া। তাতে তিনি এথিক্স কমিটির রিপোর্ট এবং তাঁকে বহিষ্কারের প্রস্তাবকে 'সত্যের বিকৃতি' বলে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি, এথিক্স কমিটির তদন্তপ্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মহুয়া। কী ভাবে তাঁকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে শুনানিকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে কথারও উল্লেখ রয়েছে মহুয়ার আবেদনে। তৃণমূলের বহিষ্কৃত সাংসদ সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আবেদনে এ-ও উল্লেখ করেছেন যে, কী ভাবে তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ব্যবসায়ী দর্শনের কাছ থেকে উপহার ও টাকা নিয়ে সংসদে শিল্পপতি গৌতম আদানির সংস্থার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই প্রশ্নে তিনি আদানির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও। সাংসদের লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ডও দর্শনকে মহুয়া দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ছিল বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং মহুয়ার প্রাক্তন বান্ধব জয় অনন্ত দেহাদ্রাইয়ের।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮০৯২ নং এফিডেভিট বলে Mantu Patra ও Mintu Patra S/o. Nagendra Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৮১৭ নং এফিডেভিট বলে Jyotirmoy Ghosh S/o. Bimal Chandra Ghosh ও Jyotirmay Ghosh S/o. B. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৬৭৯ নং এফিডেভিট বলে Subir Kumar De ও Subir De S/o. Late A. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৬৭ নং এফিডেভিট বলে Bevi Devi W/o. Vijendra Sharma ও Babita Devi W/o. Vijendra Sharma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৯৪২ নং এফিডেভিট বলে Sandip Chakraborty S/o. Panchugopal Chakraborty ও Sandip Kr. Chakraborty S/o. P. G. Chakraborty, Pachugopal Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৬০৪ নং এফিডেভিট বলে Raju Mondal S/o. Madan Mohan Mondal ও Raju Mandal S/o. A. Mandal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮১১৭ নং এফিডেভিট বলে Sujoy Chakraborty S/o. Satyaranjan Chakraborty ও Sujay Chakraborty S/o. S. R. Chakraborty সাং আলিখোজা, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮১১৯ নং এফিডেভিট বলে Md Jahangir Hossen S/o. Md Ainul Hossen ও Md Jahangir Hossain S/o. Md I. Hossain সাং ত্রিবেণী, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৯৯৮ নং এফিডেভিট বলে Shankar Bera S/o. Gajendra Bera ও Sankar Kumar Bera S/o. G. N. Bera সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ১৩/০১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৫ নং এফিডেভিট বলে Anup Kumar Dutta S/o. Abani Dutta ও Anup Kr. Dutta S/o. Lt. A. K. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৩৮১ নং এফিডেভিট বলে Siddhartha Basumullick S/o. Sanat Kumar Basumullick ও Siddhartha Basumallick S/o. S. Basumallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭১৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Barun Kumar Ray ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Madhusudan Ray ও Lt. M. Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি সুজাতা মন্ডল, স্বামী- রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, সাং বগুলা মধ্যপাড়া, পোঃ বগুলা, থানা- হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, গত ০৮.১২.২০২৩ তারিখের রানাঘাট নোটারী পাবলিকের এফিডেভিট বলে সুজাতা মন্ডল এবং সুনিতা মন্ডল একই ব্যক্তি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছি।

E-tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Jamsherpur Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Bagchi Jamsherpur, Nadia. **NIET NO-20/2023, MEMO NO. - JGP/214, Dated- 12.12.2023.** Last date of submission **20.12.2023 up to 17.00 p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan,
Jamsherpur Gram Panchayat.

NOTICE

আমার মক্কেলদ্বয় **১) শ্রী রাজীব কুমার হালদার ওরেফ রাজীব হালদার**, পিতা - স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র হালদার **২) শ্রীমতী রুমা হালদার**, স্বামী - শ্রী রাজীব কুমার হালদার ওরফে রাজীব হালদার, পেশা – ১ নং এর ব্যবসা ও ২নং গৃহকার্য্য, উভয়ের সাকিম - ২/২৮২ কাপাসডাঙ্গা, থানা - চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০৩, নিম্নলিখিত তপশীল বর্ণিত সাবেক আর. এস. এল. আর. ৩ নং দাগে ০৮ ছটাক ১৮ বর্গফুট পরিমিত বাগান জমি ও ৩৭৮ বর্গফুটের একতলা পাকা গৃহাদী দেখাশুনা, রক্ষনাবেক্ষন ইত্যাদি করিবার জন্য শ্রী রাজন সাউ, পিতা – মহাবীর সাউ, পেশা - ব্যবসা, সাকিম - ব্যান্ডেল মানুষপুর বস্তি, পোঃ - মানুষপুর, থানা-চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন ৭১২১২৩ কে গত ০২/০২/২০২৩ তারিখে জেলা সাবরেজিষ্ট্রী ২, হুগলী কার্য্যালয়ে আমমোক্তারনামা পত্র অর্পন করিয়াছেন ।

কাগজ-পত্র দৃষ্টে দেখলাম অদ্যাবধি উক্ত সম্পত্তি আমমোক্তারপত্র নামা মূলে এবং মক্কেলদ্বয় অন্য কাহাকেও বিক্রয় করে নাই । আমার মক্কলেদ্বয় বর্তমানে সিদ্ধান্ত নিয়াছে যে, উক্ত সম্পত্তির স্থানীয় ক্রেতা মানসী দাস, স্বামী - শ্রী সুমন দাস, পেশা – গৃহকার্য্য, সাকিম - ২নং রবীন্দ্রনগর, পোঃ - রবীন্দ্রনগর, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০৩ -কে বিক্রয় করিবে । যদি উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যাপারে অন্য কাহারো আপত্তি থাকে তবে তাহা উক্ত পত্র পাইবার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে আমাকে অবগত করানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ভবিষ্যতে অন্য কেহ দাবি করিলে তাহা আইনত অগ্রাহ্য বলিয়া গন্য হইবে ।

-।। তপশীল সম্পত্তি ।।-

জেলা ও ডিষ্ট্রীক্ট সাবরেজিষ্ট্রী হুগলী ও এ্যাডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট সাবরেজিষ্ট্রী অফিস চুঁচুড়ার অধীন, থানা - চুঁচুড়া, সাকিম – কোদালিয়া ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জে. এল. নং ১০ 'কাপাসডাঙ্গা' মৌজায় অবস্থিত হাল এল. আর. ৫৫৮২ ও ৫৫৪২ নং খতিয়ানভুক্ত রায়ত স্বত্ব বিশিষ্ট সাবেক আর. এস. ও এল. আর. ৩ নং দাগে বাগান জমি আমমোক্তারনামা পত্রে আমমোক্তারকৃত যাহার পরিমান ০৮ (আট) আট ছটাক ১৮ (আঠারো) বর্গফুট মায় তদুপরিস্থিত ৩৭৮ বর্গফুটের একতলা পাকা গৃহাদী সহ সম্পত্তি হইতেছে ।

Sanat Kumar Ray
Advocate
Chinsurah Judge's Court
Chinsurah, Hooghly.

বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রীমতি উমা রাঠি (প্যান নং। ACLPR2213F) (আধার নং862837518934) W/o জিতেন্দ্র কুমার রাঠি, সকলকে জানাতে চাই মূলবরাদ্দ পত্ররেফ নং থাকার UL:RED:ERUV/00744 তারিখ: 01/03/2011,আসল নির্মাতার চুক্তির তারিখ 03.03.2011 এবং দশটি টাকার রসিদ নং 004321, রসিদ নম্বর 000344,প্রাপ্তি কোন. 005280 রসিদ নম্বর 010662. রসিদ নম্বর 013080, রসিদ নম্বর 002702, রসিদ নম্বর 013195, রসিদ নম্বর 013323 রসিদ নম্বর 013436, রসিদ নম্বর 013437 আমাকে ইস্যু করেছে Unitech Universal Infrastructure Pvt. Ltd.ফ্ল্যাট ক্রয়ের বিরুদ্ধে 14 তম তলায় no.1504 ইউনিওয়ার্ল্ড সিটিতে ভিস্তাস টাওয়ার - 8 কমপ্লেক্স ইউটি প্লট নম্বর AAII/BIK-3, রাজারহাট, জেলা উত্তর 24৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। আমার 8 ক্যানিং স্ট্রিটে অফিস থেকে এটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমার জ্ঞানের বাইরে।দয়া করে মনে রাখবেন আমি উপরের উল্লেখিত বরাদ্দ পত্রযা Unitech Universal Infrastructure Pvt. Ltd.দ্বারা জারি করা নির্মাতার চুক্তি এবং অর্থ রসিদ বিরুদ্ধে (এর 14 তম তলায় ফ্ল্যাট নং 1504 ইউনিওয়ার্ল্ড সিটিতে ভিস্তাস টাওয়ার - 8কমপ্লেক্স প্লট নং AAII/BIK-3, রাজারহাট, জেলা উত্তর 24 পরগুনা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। একসাথে পরিমাপ 957 Sq.Ft. সুপার বিল্ট আপ এলাকা (প্রায়) বরাবর একআচ্ছাদিত গাড়ী পার্কিং স্থান। তাই আমিএতদ্বারা আপনাকে একটি সাধারণ ফাইল করার জন্য অনুরোধ করছি ডায়েরি যাতে Unitech Universal Infrastructure Pvt. Ltd.আমি শ্রী সুরেশ যাদবকে ফাইল অনুমোদন করছি আমার পক্ষ থেকে সাধারণ ডায়েরিকরার জন্য।

বিনীত,
উমা রাঠি

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১।
মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম।
মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮
বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ ই ডিসেম্বর। ২৭ শে অগ্রহায়ণ। বৃহস্পতিবার। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র ও বিংশোত্তরী কেতুর র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বৃহস্পতি বুধ অনুকূলে আছে। আজ জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ব্যাবসায়ী অধ্যাপক চিকিৎসক ব্যাবসায়ীদের জন্য অতীব শুভ দিন। কোনো প্রতিষ্ঠিত পুরুষ বা মহিলা দ্বারা কিছু সুযোগ বৃদ্ধি। ভাগ্য প্রবর্তনশীল চাকরি ছাড়বেন ভাবছেন, বাবসাতে শুভ হবে। তবে গ্রহ অবস্থান দেখে নিয়ে কাজ করুন।

বৃষ রাশি : আজ একটু বেগ পেতে হবে। দিনটি কষ্টকর। কর্ম ক্ষেত্রে আপনার বস আপনার ওপর সন্তুষ্ট নয়। বিবাহিত জীবন আজ সুখকর নয়। গুপ্ত কথা প্রকাশে আস্তে পারে। যে মহিলাকে আপন করতে চাইছেন তিনি কি আপনার সত্যি করের আপন। কষ্টসহিষ্ণুতা আপনার একটি মহৎ গুন্। একটু ধৈর্য ধরুন সময় আসবে।

মিথুন রাশি : আপনার উদারতা এবং পরদুঃখ কাতরতা আজ আপনাকে সম্মান পাইয়ে দেবে। প্রতিপত্তি বিস্তার হবে ,নাম,যশ বৃদ্ধি হবে। যারা প্রশাসন বিভাগে কাজ করছেন তারা মন কে স্থির করুন আজ আত্ববিশ্বাস বৃদ্ধি হবে বিশেষ লাভ পাবেন।

কর্কট রাশি : আজ আপনার অদ্ভুত খেয়ালের জন্য সম্মান প্রাপ্তি নিশ্চিত। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতা ,ভাবপ্রবণতা ,দ্বারা সকলের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ হবে। যে মানুষরা আপনার সান্নিধ্য পেতে চায়ে তাদের থেকে আজ শুভত্ব প্রাপ্তি হবে। প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম পাওয়ার নেশা আজ আপনার মধ্যে কিছু ভালো তৈরী করবে।

সিংহ রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। আজ আপনার উদ্দীপনা, সাহসিকতা, সবার প্রশংসা কুড়োবে। বন্ধু ভাগ্য ভালো। আজ সহজেই বন্ধুত্ব লেভার দ্বারা শুভ হবে। আপনি যেমন বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন আজ এই রকমই কয়েকজন বন্ধু আপনার পশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

কন্যা রাশি : ভবিষৎ সম্পর্কে আপনার উদাসীনতা আজ কোনো মানসিক দুঃখ দিতে পারে। ঠিকাদারি কাজে যারা আছেন আজ কোনো ক্ষতির সোমুখহীন হতে পারেন। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন।

তুলা রাশি : শিক্ষক উপদেষ্টা সরকারি বেসরকারি কর্মচারী দের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আটকে থাকা কোনো কাজ হটাৎ হয়ে পরবে। পরিবারে আপনার বুদ্ধির দ্বারা দীর্ঘদিনের আটকে থাকা জট আজ খুলতে পারে। নিখুঁত ভাবে কাজ করার জন্য আজ আপনার সম্মান বৃদ্ধ হবে কর্মক্ষেত্রে।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যের গাফিলতিও করলেও আজ এমনি এক শুভ দিন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আজ আপনার প্রশংসা করবে। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে না রেখে আজ গুপ্তত শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবেন। আয়কর বিক্রয়কর সামাজিক বিবাদের কাজ শস্য জাতীয় বিভাগের কাজের আজ আর্থিক লাভ নিশ্চিত। যারা কারিগরি বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করছেন তাদের আজ শুভ দিন।

ধনু রাশি : বৃহস্পতির কৃপা পাবেন আজকে। উদারতা ও ক্ষমা আপনার এই দুই মহৎ গুনের জন্য আজ আপনি সম্মান পাবেন। সমাজ সেবায় সুনাম হবে। কোনো রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। সাহিত্য চর্চা, ও স্টেশনারি দোকান যাদের আছে তাদের আজ শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ পরিবার পরিজন থেকে ছোট ঘটনা নিয়ে বড়ধরণের বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দেব দেবীর মন্দিরে না গিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। শশুর তৃতীয় ব্যাক্তি দ্বারা আজ মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। মন সন্দেযুক্ত হওয়ার কারণে যার উপর সন্দেহ করছেন তিনি কিন্তু সন্দেহের উর্ধে। বিশ্রাম নিন তবে অতি বিশ্রামে শরীর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

কুম্ভ রাশি : ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। নৈরাশ হতাশা কেটে সন্তান এবং পরিবারের সদসদের ব্যাবহারে আনন্দ বৃদ্ধি। যেহেতু শুভ দিন সেহেতু আজ কিছু বড়ো কাজ করবেন ভেবেছিলেন সেটি শুরু করতে পারেন। শশুর বাড়ির কোনো বয়স্ক সদস্যের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। ফোন,ফ্যাক্স দ্বারা কোনো যোগাযোগে অর্থ বৃদ্ধি নিশ্চিত।

মীন রাশি : পরিবারে বিতর্ক বিবাদ বিসংবাদ চলবে। ধৈর্য সহ পিত মাতার কথা শুনলে সমস্যার পথ বেরোবে। বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো স্পিরিচুয়াল গুরুর বাককে সমর্থ করার জন্য লাভ প্রাপ্তি। সন্তাননেই সফলত্যে আনন্দ প্রাপ্তি। গুপ্ত শত্রুর মোকাবিলা করে রুখে দিতে পারবেন। সিংহ, কন্যা, ও কুম্ভ রাশির জাতক থেকে সতর্কপ থাকুন । ধৈর্য ধরলে পরিবার থেকে বড়ো রকমের সমস্যা থেকে মুক্তি।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মধ্যপ্রদেশের ১৯তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ মোহন যাদবের

ভোপাল, ১৩ ডিসেম্বর: বুধবার মধ্যপ্রদেশের ১৯তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বিজেপি বিধায়ক মোহন যাদব। শিবরাজ সিং চৌহানের বদলে এইবার তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছে বিজেপি। তাঁর সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসবে শপথ নেন জগদীশ দেওড়া এবং রাজেন্দ্র শুক্লা। এই তিনজন ছাড়া অন্য কোনও মন্ত্রী এদিন শপথ নেননি। সূত্রের খবর, দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করা হবে।

এদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। এছাড়া, ৬ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী , উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ, মহারাষ্ট্রের একনাথ শিন্ডে, গুজরাতের ভূপেন্দ্র প্যাটেল, নাগাল্যান্ডের নেফিউ রিও, মেঘালয়ের কনরাড সাংমা, মণিপুরের এন বীরেন সিং, মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার, দেবেন্দ্র ফড়নবিশ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে।

উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও। তিনি বলেন, 'নতুন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমৃদ্ধি, উন্নয়ন এবং জনকল্যাণকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন, এই বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।' অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার আগেই মোহন যাদব রাজা বিক্রমাদিত্যের যুগের মতো সুশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আমি মধ্যপ্রদেশে সেটাই অনুসরণ করব। আমি রাজা বিক্রমাদিত্যের দেশ থেকে এসেছি এবং আমি রাজ্যের উন্নতির জন্য এবং মধ্যপ্রদেশের কোটি কোটি নাগরিকের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজা বিক্রমাদিত্যের শাসনামলের সুশাসন দেখতে পাবেন।'

৩৭০ বিলোপকে সাংবিধানিক বৈধতা

কাশ্মীরিদের অধিকার নিয়ে সরব মুসলিম বিশ্ব, তোপ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর: ৩৭০ ধারা বিলোপকে সাংবিধানিক বৈধতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সিদ্ধান্তকে বেআইনি তকমা দিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করেছিল ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর সংগঠন ওআইসি। সেই বিবৃতিকে তীব্র কটাক্ষ করল ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বলা হয়, নির্লজ্জভাবে যারা সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাস ছড়ায় তাদের নির্দেশেই এই বিবৃতি জারি করেছে সংগঠনটি। ফলে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

গত সোমবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, সংবিধান মেনেই জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ করা হয়েছিল। তার পর থেকেই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন কাশ্মীরের একাধিক নেতা। সেই পথেই হেঁটেছে ওআইসি। ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর এই সংগঠনের মতে, অবিলম্বে এই রায় প্রত্যাহার করতে হবে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'জম্মু-কাশ্মীরের আমজনতার পাশে রয়েছে ওআইসি। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সনদ মেনেই যেন তাঁদের সমস্যা মেটানো হয়, সেই দাবি করছি আমরা।' উল্লেখ্য, ওআইসিকে বিশ্বের সমস্ত ইসলামিক রাষ্ট্রের কণ্ঠস্বর বলে অভিহিত করে আন্তর্জাতিক মহল।

ওআইসির এই বিবৃতি প্রকাশ্যে আসতেই কড়া ভাষায় পালটা জবাব দিয়েছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বলা হয়, 'অসাধু উদ্দেশের এই বিবৃতিতে ভুল তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তাই ভারত এটা মানতে রাজি নয়। কারণ এই বিবৃতি দেখে ওআইসির প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এমন কারোওর অঙ্গুলিহেলনে এই বিবৃতি জারি করেছে ওআইসি, যারা ধারাবাহিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। অনুতাপহীনভাবে যারা সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাস ছড়াতে থাকে, তাদের কথায় পদক্ষেপ করলে ওআইসির উদ্দেশ্য নিয়ে সংশয় থাকবেই।'

রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর জমি মাফিয়ার সঙ্গে যুক্ত ভূমি আধিকারিকদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য-সহ রিপোর্ট তলব করল নবান্ন। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী বুধবার নবান্ন থেকে বিভিন্ন জেলার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, সেখানে তিনি বলেন, কিছু বিএলআরও সাধারণ মানুষের সঙ্গে জমি মাফিয়ার মতো আচরণ করছেন। তাঁরা জমি মাফিয়াদের সঙ্গে যোগ সূত্র রেখে কাজ করছেন বলে অভিযোগ আসছে।

এ ব্যাপারে জেলাশাসকদের তদন্ত করে দ্রুত রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। জেলাশাসকদের রিপোর্টে কোনও বিডিও-র বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে এলে তৎক্ষণাৎ তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বুধবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সরকারি সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আমার কাছে খবর আছে, দু'একজন বিএলআরও (ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিক) কিছু দুষ্টু লোকের সঙ্গে মিলে নানারকম জমি কেনা বেচার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। আমি জমি দপ্তরের সচিবকে বলব, দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিন।'

ব্লক প্রশাসনের অফিস কলকাতায়, কাজের জন্য ছুটতে গিয়ে ভোগান্তি

দেবাশিস দে

মহেশতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ব্লকের নাম ঠাকুরপুকুর- মহেশতলা উন্নয়ন ব্লক সংক্ষেপে যা টি এম ব্লক নামে পরিচিত। এই ব্লকের অধীনে মাত্র চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। চট্টা গ্রাম পঞ্চায়েত, আশুতি ১ ও আশুতি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং রসপুঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এই ব্লকটি কলকাতা পুরসভা এলাকার একেবারে সংলগ্ন। পুলিশ প্রশাসনের দিক থেকে এই ব্লকটি ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের অন্তর্গত। এই ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে পরিচালনা করার জন্য ব্লক প্রশাসনের অফিস এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তরের অফিস ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সবই কলকাতা পুরসভা এলাকায় অবস্থিত। অর্থাৎ এখানকার প্রশাসনিক কার্যক্রম সবই নিয়ন্ত্রিত হয় কলকাতা পুরসভা এলাকার ভেতেরের অফিস থেকে।

সমস্যা এখানেই। যে কোনও ছোটখাটো কাজে কলকাতা ছুটতে হয় এই এলাকার নাগরিকদের। এতে একদিকে যেমন অতিরিক্ত সময় লাগে, তেমনই কলকাতার অফিসের ভিড়ও ঠেলতে হয়। এই এলাকার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বেহালা সরশুনা এলাকায় রয়েছে। এখানেই ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অফিস। ফলে হাসপাতাল বা অফিস যেতে গেলে একাধিকবার গাড়ি পাল্টাতে হয়। একে ভোগান্তি, তারওপর খরচাও অনেক। নিত্য অসুবিধার জেরে এলাকাবাসীর দাবি, ব্লক অফিস হোক এই এলাকারই কোথাও। যাতে কাজের জন্য আর কথায় কথায় কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ছুটতে না হয় এখানকার বাসিন্দাদের।

অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কেন গুরুত্বপূর্ণ এই সরকারি অফিসগুলি ব্লকের ভিতর কোন একটা সুনির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করা হবে না ? কেনই বিডিও বা অফিস ও ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কলকাতা পুরসভা এলাকার মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে ? অনেকেই জানিয়েছেন ব্লকের অধিকাংশ বাসিন্দা ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে পারেন না। পরিবর্তে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সুবিধা পায় কলকাতা পুরসভা এলাকার বাসিন্দারা। এই সমস্যার কথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির কর্তারা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন এই বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকের মতে এই ব্লকটি আদৌ রাখার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ চট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতটি মহেশতলা পুর এলাকার সঙ্গে একেবারে সম্পৃক্ত। সেই কারণে অবিলম্বে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতটি মহেশতলা পুরসভার মধ্যে সংযুক্ত করে দেওয়া উচিত। পক্ষান্তরে, আশুতি-১ ও আশুতি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত দুটি কলকাতা পুরসভার একেবারে লাগোয়া তাই এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত কেও অবিলম্বে কলকাতা পুরসভা এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া উচিত। বাকি রসপুঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতটি কে বিষ্ণুপুর ১নং অথবা ২ নং ব্লক অফিসের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই বিষয়গুলো সবই স্থানীয় বিধায়ক তথা পরিবহন রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডলের গোচরে আছে। তিনি এই নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে কথাবার্তা বলছেন। আশা করা যায় অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

শীতের মরশুমে হাওড়ার শরৎ সদনে জাদুর হাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাদু মানেই একরাশ বিস্ময় আর কৌতূহল। আর তার মধ্যেই অনাবিল আনন্দ বাড়তি পাওনা থাকে। জাদু প্রদর্শনীতে কীভাবে ছোটদের মুখে একরাশ হাসি কীভাবে ফোটানো যায় হাওড়ায় তারই প্রদর্শন হয়ে গেল। সম্প্রতি হাওড়ার শরৎ সদনে হয়ে গেল ম্যাজিক মিট। হাওড়া ম্যাজিক সার্কেল তাদের ৪৪তম সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৩০০ জন জাদুকররা অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র) এর স্ত্রী জয়শ্রী সরকার। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পৌর নিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী। দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে জাদু নিয়ে আলোচনা, ওয়ার্কশপ এবং খেলা দেখানো হয়। এছাড়াও ছিল জাদু সামগ্রী বিক্রির বিভিন্ন স্টল। জুনিয়র জাদুকরদের উৎসাহ দিতে জাদু প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জাদুকর দীপ এবং শ্লোক ভট্টাচার্য জুনিয়র বিভাগে প্রথম এবং দ্বিতীয় হন। সিনিয়র বিভাগে জাদুকর শুভ সাহা প্রথম এবং অরিজিৎ দ্বিতীয় হন। এর পাশাপাশি দেশের প্রবীণ জাদুকরদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। মুম্বাইয়ের জাদুকর অতুল পাটিল, গয়ার ব্রিজমোহন সিং, গুজরাটের সুনীল রাওয়াল রাজস্থানের বিনোদ কৌশিক এবং দিল্লির অশোক খারবান্দাকে সম্মান জানানো হয়।

কলকাতা পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে বুধবার বেলতলা গার্লস হাইস্কুলে আয়োজিত হয়েছিল 'রানি লক্ষ্মী বাই আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ' শিবির। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মেয়েদের আত্মরক্ষা মূলক ক্রীড়ায় আরও এগিয়ে আসা ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এই আয়োজন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৪ ডিসেম্বর ২৮ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

সুজয়কৃষ্ণের হৃদযন্ত্রের পরীক্ষায় নতুন টেস্ট করবে এসএসকেএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুজয়কৃষ্ণের হৃদযন্ত্র পরীক্ষার জন্য করা হচ্ছে আরও একটা নতুন টেস্ট। 'কালীঘাটের কাকু'র হৃদযন্ত্র কেমন কাজ করছে, তা জানতে আরও একটি পরীক্ষার পরিকল্পনা করেছেন এসএসকেএম-এর চিকিৎসকরা। সিসিইউ থেকে বের করার পর সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের শারীরিক অসুস্থতা খতিয়ে দেখতে 'নিউক্লিয়ার স্ট্রেস টেস্ট' করা হবে বলে এসএসকেএম সূত্রে খবর। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এই পরীক্ষাকে বলা হয়, 'স্ট্রেস মায়োকার্ডিয়াল পারফিউসন স্ক্যান'।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়টাই হাসপাতালে কাটছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের। হৃদযন্ত্রের সমস্যা থাকায় জেল হেপাজতে থাকাকালীনই বাইপাস সার্জারিও করা হয় তাঁর। এসএসকেএমের চিকিৎসকদের বয়ান অনুসারে এরপরও সুস্থ নন সুজয়কৃষ্ণ। মাঝে মধ্যে বুকে ব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছে তাঁর। কিছুদিন আগেই জোকা ইএসআই-তে যাওয়ার জন্য ইডি যখন এসএসকেএম হাসপাতালে উপস্থিত হয়, তার আগের রাতেও বুকে ব্যথা হয় তাঁর। এবার হার্টের মাংসপেশীতে রক্তের প্রবাহ কেমন বা হার্ট মাসল কত ভাল পাম্পিংয়ের কাজ করছে, সেটা এই 'স্ট্রেস মায়োকার্ডিয়াল পারফিউসন স্ক্যান' পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যাবে। বাইপাস সার্জারির পরও সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফিতে ব্লকেজ দেখা দিলে এই পরীক্ষা করা হয় বলে জানান কার্ডিওলজিস্ট মৃণালকান্তি দাস।

একইসঙ্গে কার্ডিওলজিস্ট এও জানান, দু'ভাবে এই পরীক্ষা করা হয়। এক, রোগীকে ট্রেড মিলের ওপরে হাঁটিয়ে বাইরে থেকে হৃদযন্ত্রের ওপরে চাপ তৈরি করা। দুই, ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে রোগগ্রস্ত হৃদযন্ত্রের ওপরে চাপ তৈরি করে মাংসপেশীর সক্ষমতা যাচাই করা হয়। পরীক্ষায় হৃদযন্ত্রের মাংসপেশী সক্ষম প্রমাণিত হলে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বা পুনরায় বাইপাস সার্জারি করা হতে পারে। আর মাংসপেশী কাজ করছে না দেখা দিলে রোগীকে শুধু ওষুধ দেওয়া হয়।

রাজ্যের কাছে হেলিকপ্টার চেয়ে পেলেন না রাজ্যপাল, শান্তিনিকেতন যাবেন ট্রেনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের কাছে ফের হেলিকপ্টার চেয়ে পেলেন না রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অগত্যা ট্রেনে চেপেই বীরভূম যেতে হচ্ছে রাজ্যপালকে। আজ, শান্তিনিকেতনে রাজ্যের লোকসংস্কৃতি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে যাবেন তিনি। সকাল ১০টায় হাওড়া স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ধরে বোলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন রাজ্যপাল। এদিকে রাজ্যের কাছে হেলিকপ্টার চেয়ে না-পাওয়ার ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও একাধিকবার বিভিন্ন জেলায় যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে হেলিকপ্টার চাওয়া হয়েছিলেন রাজভবনের তরফে। রাজভবনের তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট বিভাগে। যদিও যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা হেলিকপ্টারের সমস্যার কথা তুলে ধরে রাজ্য সরকারের তরফে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয় রাজভবনকে হেলিকপ্টার দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না।

রাজভবন সূত্রে খবর, এবারও রাজভবনকে হেলিকপ্টার না-দেওয়ার কারণ হিসেবে সেই আগের কারণই দেখানো হয়েছে রাজ্যের তরফে। মঙ্গলবার রাজভবন থেকে রাজ্য সরকারের কাছে হেলিকপ্টারের বিষয়ে মৌখিক ভাবে বলা হয়েছিল। কিন্তু স্পষ্ট করে দেওয়া হয় রাজভবনকে এই মুহূর্তে হেলিকপ্টার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই বোলপুর যেতে সকালেই নির্দিষ্ট ট্রাভেল এজেন্সিকে দিয়ে রাজ্যপালের শান্তিনিকেতন যাওয়ার জন্য ট্রেনের টিকিট কাটার ব্যবস্থা করা হয়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা নাগাদ বোলপুরে নামবেন রাজ্যপাল। সেখান থেকেই শান্তিনিকেতনের পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে পৌঁছবেন তিনি। রাজ্যপাল সৃজনী

শিল্প গ্রামে লোকসংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। তারপর রাতের মধ্যে তাঁর কলকাতা ফেরার কথা। যদিও অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, কোনও কারণে যদি রাজ্যপাল শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন সে ক্ষেত্রে বোলপুরেই রাত কাটাতে পারেন।

গত একবছরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একাধিকবার হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রী চাইলেই হেলিকপ্টার মিললেও রাজ্যপালের ক্ষেত্রে নয় কেন ? যদিও দু'পক্ষের কেউই এই বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চায়নি।

গত অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরবঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। তখন উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা ফিরতে রাজ্য সরকারের কাছে হেলিকপ্টার চাওয়া হয়েছিল।

কিন্তু হেলিকপ্টার মেরামতির পর্যায়ে রয়েছে এই মুহূর্তে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, এই মর্মে রাজ্য সরকারের তরফে রাজভবনকে জানানো হয়। বাধ্য হয়ে বিমানে চেপেই দার্জিলিং থেকে কলকাতা আসতে হয় রাজ্যপালকে। এ ছাড়াও এর আগেও বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের প্রয়োজনীয়তার কারণে হেলিকপ্টার চেয়ে রাজভবনের তরফে রাজ্য সরকারকে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখনও মেলেনি। এই ঘটনায় রাজ্যপাল আধিকারিক মহলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগের নামে প্রতারণা, প্রায় ৮ লাখ খোয়ালেন তরুণী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইদানীং বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র ক্রিপ্টোকারেন্সি। তবে সেই বিনিয়োগ করতে গিয়ে ভুয়ো লোকের পাল্লায় পড়ে প্রায় ৮ লাখ টাকা খোয়ালেন তরুণী। লালবাজারে অভিযোগ করেছেন তিনি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, তরুণী ত্রিপুরার বাসিন্দা। কলকাতাতেও তাঁর বাড়ি রয়েছে। দু'জায়গাতেই তিনি থাকেন বছরের বিভিন্ন সময়। ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে তরুণীর প্রথম থেকেই আগ্রহ ছিল। খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানার চেষ্টা করতেন, কীভাবে এখানে বিনিয়োগ করা হয়। অনলাইনে তিনি এ নিয়ে সার্চও করতে থাকেন। কিছুদিন পরে তাঁর কাছে হোয়াটসঅ্যাপে একটি মেসেজ আসে। সেখানে লোভনীয় প্রস্তাব দিয়ে ক্রিপটোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করতে বলা হয়।

হোয়াটসঅ্যাপে আসা সেই লিঙ্ক ভুয়ো কিনা তা যাচাই না করেই ওই তরুণী বিনিয়োগ করতে শুরু করেন। তাঁকে নানাভাবে প্রলোভন দেখাতে থাকে প্রতারকরা প্রায় ১১ মাস ধরে টাকা বিনিয়োগ করে তরুণী বোঝেন আসলে সবটাই জালিয়াতি। তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খালি করে দিয়েছে প্রতারকরা। প্রায় ৮ লাখ টাকা বেরিয়ে গেছে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে।লালবাজারে অভিযোগ করেছেন তরুণী।

তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং নামে একটি গ্রুপে অ্যাড করা হয়েছিল তরুণীকে। গ্রুপে থাকা অন্যরা জানাত, ক্রিপ্টোতে টাকা বিনিয়োগ করার পর কত রোজগার করেছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের টিপস দিয়ে বলা হতো, কী পরিমাণ বিনিয়োগ করলে ভাল রিটার্ন পাওয়া যাবে। তরুণী সেই মতোই বিনিয়োগ করেছিলেন। আর জালিয়াতরাও তাঁর টাকাপয়সা হাতিয়ে নিয়েছে।

যে নম্বর থেকে জালিয়াতরা কথা বলত, তার সিমগুলি অন্যের নামে নেওয়া বলে অনুমান পুলিশের। নম্বরটি যাতে বোঝা না যায়, তার জন্য প্রযুক্তিও ব্যবহার করেছিল তারা। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের সন্দেহ, গ্যাংটি ভিন রাজ্যের। তাদের খোঁজ চলছে।

পথ দুর্ঘটনার বলি এবার খোদ পুলিশকর্মীই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের পথদুর্ঘটনা খাস কলকাতায়। এবারে প্রাণ গেল এক পুলিশকর্মীর। ঘটনাটি ঘটে মানিকতলা মোড়ের কাছে। সূত্রে খবর, কনস্টেবলকে ধাক্কা দেয় বেপরোয়া এক লরি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই কনস্টেবলের। জানা গিয়েছে, মৃত পুলিশ কর্মীর নাম অভিজিৎ চক্রবর্তী। দেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিজিৎ পশ্চিম বন্দর থানায় কর্মরত ছিলেন তিনি। বুধবার ভোর সাড়ে ৪ টে নাগাদ মোটরবাইকে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। এই সময় বিবেকানন্দ রোড ক্রসিংয়ে অভিজিৎবাবুর মোটরসাইকেলে ধাক্কা মারে ওই লরিটি। ধাক্কার প্রতিঘাতে মোটর সাইকেল থেকে ছিটকে পড়তেই তাঁকে পিষে দেয় ওই লরিটি। এরপর তড়িঘড়ি পুলিশকর্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘাতক লরির খোঁজ চলছে।

ভ্যাকসিন কাণ্ডের দেবাঞ্জনের বাড়তি নিরাপত্তার আর্জি খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাড়তি নিরাপত্তার আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডের 'মাথা' ভুয়ো আইএএস দেবাঞ্জন দেব। বুধবার খারিজ হয়ে গেল তাঁর বাড়তি নিরাপত্তার আর্জি। বিচারপতি জানান, এই মুহূর্তে দেবাঞ্জন দেবের কোনও জীবন সংশয় নেই। তাই বাড়তি নিরাপত্তার নির্দেশ আদালত দেবে না। নিরাপত্তা লাগলে তিনি কেন্দ্র এবং রাজ্যের কাছে আবেদন জানাতে পারেন।

প্রসঙ্গত, প্রাণনাশের আশঙ্কায় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা এবং মামলা সিবিআইকে হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন দেবাঞ্জন দেব। মামলা দায়ের করার অনুমতিও দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। এদিন রাজ্যের তরফে দাবি করা হয়, জামিন পাওয়ার পর থেকে নানা ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন দেবাঞ্জন। এরপরই বিচারপতি দেবাঞ্জনের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, 'একজন অভিযুক্ত কীভাবে তদন্তকারী সংস্থার বদল চাইতে পারেন?' এরই পাশাপাশি বিচারপতি সেনগুপ্তর সংযোজন, 'দেবাঞ্জন দেব নিশ্চয়ই প্রভাবশালী। এবং সে কারণেই তিনি ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্যাম্প বা অন্য কর্মসূচি করতে পারতেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে যাদের নামে অভিযোগ করছেন তাদের প্রত্যক্ষ মদতে তিনি এসব কাজ করছেন। এখনও পর্যন্ত দেবাঞ্জন দেব যাদের নামে অভিযোগ করছেন তাদের বিরুদ্ধে এই অপরাধে যুক্ত থাকার কোনও চূড়ান্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি।' মামলাকারীর প্রাণহানির আশঙ্কাও উড়িয়ে দেয় আদালত। আগামী ১৯ জানুয়ারি দুপুর ৩টেয় মামলার পরবর্তী শুনানি।

উল্লেখ্য, গত ২০২১ সালের জুন মাসে ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডের পর্দাফাঁস হয়। যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী কসবার ওই ক্যাম্প থেকে ভ্যাকসিন নেন। তবে তাঁর মোবাইল নম্বরে কোনও মেসেজ না আসায় দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। গোটা বিষয়টি জানান কলকাতা পুরসভায়। আর তাতেই দেবাঞ্জন দেবের কীর্তি সকলের সামনে আসে। জানা যায় করোনার ভ্যাকসিন দেওয়ার নামে শতাধিক মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। জাল ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয় দেবাঞ্জন দেব। প্রায় আড়াই বছর পর কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পান তিনি।

সার্ধশতবর্ষে সাজছে আলিপুর চিড়িয়াখানা

পারদ নিম্নমুখী হতেই বাড়ছে ভিড়

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: কনকনে ঠান্ডা নেই। আরামদায়ক শীত। কিন্তু ওই যে, যে টুকু পাওয়া যায়!

ডিসেম্বর পড়তেই শীতের আমেজ গায়ে মেখে বাঘের গর্জন, শিম্পাঞ্জির খুনসুটি, অ্যানাকন্ডার রকমসকম চাক্ষুষ করতে কচি-কাঁচাদের হাত ধরে বড়রা ছুটছেন আলিপুর চিড়িয়াখানায়। দর্শক আসছেন প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকেও।

এদিকে আলিপুর চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর, গত রবিবার গত বছরের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের তুলনায় রেকর্ড ভিড় হয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানায়। আর জনতার এই ঢল দেখে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের ধারণা, শীতের মরশুমের বাকি দিনগুলোয় পারদ পতনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিড় বাড়বে চিড়িয়াখানায়। এদিকে ২০২৪-এ ১৫০ বছরে পা রাখতে চলেছে আলিপুর চিড়িয়াখানা। ১৮৭৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আলিপুর চিড়িয়াখানার পথচলা শুরু হয়েছিল। আর সেই কারণে পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে আলিপুর চিড়িয়াখানার তরফ থেকে। স্কুল এবং কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে চিড়িয়াখানায় আয়োজিত হতে চলেছে 'জু ফেস্টিভ্যাল'। এই 'জু ফেস্টিভ্যাল' কিন্তু প্রথম নয়। এই নিয়ে পঞ্চম বারের জন্য আয়োজন করা হচ্ছে এই ফেস্টিভ্যাল।

তবে এবারের শীতে এক সুখবর রয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে নতুন বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত টানা ৪৮ দিন খোলা থাকবে চিড়িয়াখানা। ১৫ ডিসেম্বর, শুক্রবার থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা রাখা হচ্ছে এই আলিপুর জু।

শুধু তাই নয়, ১৫০ বছর উপলক্ষে যেন নতুন সাজে সাজছে ভারতের প্রাচীনতম চিড়িয়াখানা কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানাও। সমীক্ষা বলছে, প্রতিবছর প্রায় ৩৩ লক্ষ মানুষ আসেন এই স্থানে। বাচ্চাদের আকর্ষণ নানা ধরনের পশু পাখি। আর এবার দেড়শো বছরের জন্মদিন উদযাপন এবং বিপুল সংখ্যক ট্যুরিস্টের কথা মাথায় রেখেই এক চমক দিতে চলেছে আলিপুর চিড়িয়াখানা। সূত্রের খবর, পূর্ব ভারতের প্রথম রঙিন মাছের বিশাল অ্যাকোরিয়াম তৈরি হবে চিড়িয়াখানায়। তাতে থাকবে নানান প্রজাতির রঙ বেরঙের ছোট বড় মাছ। সুন্দর করে সাজান হবে এই সুবিশাল অ্যাকোরিয়ামকে। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের আশা, শিশু থেকে বড় সকলেই এই অ্যাকোরিয়াম দেখে উচ্ছ্বসিত হবেন। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি আরও পশুপাখিদের থাকার আদর্শ পরিবেশ গড়ে তোলা হবে চিড়িয়াখানায়। সঙ্গে আরও অনেক গাছও লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানার তরফ থেকে।

শুধু তাই নয়, এবার আলিপুর চিড়িয়াখানায় আসবে আফ্রিকার সিংহ। এর জন্য নেওয়া হচ্ছে প্রস্তুতি। একইসঙ্গে বন্য কুকুর সহ আরও কয়েকটি বন্যপ্রাণের সংখ্যা বাড়াতে চলেছে আলিপুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। আলিপুর চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষরে তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে আলিপুরে যে সিংহ আছে সেগুলি সবই এশিয়াটিক লায়ন বা এশিয়ার সিংহ। বহু বছর আগে চিড়িয়াখানায় আফ্রিকার সিংহ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আর এই সিংহ আনা হয়নি। ফের নতুন করে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়েছেন এই সিংহ আনার জন্য।

এদিকে আলিপুর চিড়িয়াখানার দর্শকদের সুবিধার্থে মূলত প্রবীণ নাগরিকদের সুবিধার্থে ১০টি ১৪ আসনের ব্যাটারি চালিত গাড়িরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই গাড়িতে চেপেই পশুপাখি দর্শন করতে পারবেন প্রবীণরা। সুযোগ থাকবে বিশেষ ভাবে সক্ষমদের জন্যও। অতি সম্প্রতি এই ব্যাটারি চালিত গাড়ির উদ্বোধন করেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এবং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সূত্রে এ খবরও মিলছে, দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়ের সাংসদ তহবিল থেকে এই ১০টি ব্যাটারি চালিত গাড়ি দেওয়া হয়েছে চিড়িয়াখানাকে। শুধু তাই নয়, এরই পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের জন্য দুটো অ্যাম্বুলেন্সও দেওয়া হয়েছে সাংসদের তহবিল থেকে।

এখানেই শেষ নয় সূত্রে খবর মিলছে ১৫০ বছর পূর্তে উপলক্ষে আরও অনেক কিছুর বদল হবে চিড়িয়াখানা চত্বরে। যেমন, দর্শনার্থীদের কথা মাথায় রেখে চিড়িয়াখানা চত্বরে থাকবে ঠাণ্ডা পানীয় জলের ব্যবস্থা। পাবলিক টয়লেটের সংখ্যাও বাড়ানো হবে। কারণ, যে সংখ্যক দর্শক আসেন তার তুলনায় এই পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। চিড়িয়াখানার ঠিক বাইরে চালু হবে এসি রেস্তোরাঁ। পাশাপাশি চিড়িখানার ভিতরে খাবার স্টলের সংখ্যাও কমানো হবে। যাতে দর্শনার্থীরা সহজেই চলাফেরা করতে পারেন।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না! আদালতের দ্বারস্থ জ্যোতিপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাত: প্রায় একমাস ধরে জেলবন্দি রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তবে বর্তমানে এসএসকেএম-এ চিকিৎসাধীন তিনি। গত নভেম্বর মাসে তাঁকে ফের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। সেই নির্দেশের বিরোধিতা করে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়। আদালতে তাঁর অভিযোগ, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না তিনি।

কয়েক সপ্তাহ আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় জ্যোতিপ্রিয়কে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। পরে রক্তচাপ অনেকটা কমে যাওয়ায় আইসিইউ-তে স্থানান্তর করা হয় তাঁকে। তারপর থেকে এসএসকেএম-এই রয়েছেন তিনি। কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে অভিযুক্ত মন্ত্রীর জন্য। তাঁর কেবিনের বাইরে রাখা হয়েছে সিসিটিভি। ফলে মন্ত্রীর সঙ্গে কারা দেখা করতে যাচ্ছেন, তার ওপরে নজর থাকছে ইডি-র।

এমনই এক প্রেক্ষিতে আদালতের দ্বারস্থ হন জ্যোতিপ্রিয়। তাঁর দাবি, তিনি অসুস্থ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না তাঁর আত্মীয়রা। তাঁর কাছে যেতে পারছেন না আইনজীবীরা। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে এদিকে, মঙ্গলবারই রেশন দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট পেশ করেছে ইডি, যাতে জ্যোতিপ্রিয়র বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ রয়েছে। মঙ্গলবার ১৬২ পাতার যে চার্জশিট পেশ করেছে ইডি, সেখানে আরও একগুচ্ছ অভিযোগ উঠেছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। প্রায় সাড়ে ৫০০ কোটির দুর্নীতির কথা বলেছে ইডি। অভিযোগ উঠেছে, ভুয়ো কৃষক সাজিয়ে আত্মসাৎ করা হত সরকারের টাকা। বালু মন্ত্রী থাকাকালীন এমন সব প্রতারণা হয়েছে বলেও দাবি তদন্তকারীদের।

অভিযোগ শুনলো না হাইকোর্ট, মামলার পরামর্শ নিম্ন আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্বনাথ সাহা যে অভিযোগ করেছিলেন ছেলে জীবনকৃষ্ণের বিরুদ্ধে সেই মামলা শুনলেনই না বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। বুধবার শুনানির পর তা উল্টে তা ফেরৎ পাঠালেন নিম্ন আদালতেই। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের হতে ধৃত তৃণমূল বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে বাবাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ করেছিলেন বিধায়কের বাবা স্বয়ং। কলকাতা হাইকোর্টে অভিযোগ জানিয়ে একটি মামলাও করেন তিনি।

বিশ্বনাথের বক্তব্য, মুর্শিদাবাদের কান্দিতে যে বাড়িতে থাকেন জীবনকৃষ্ণ, সেটি আদতে তাঁর। পেশায় ব্যবসায়ী বিশ্বনাথ। তিনি দাবি করেছিলেন, কান্দিতে তিনি ব্যবসার কাজের সুবিধার জন্য একটি বাড়ি করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সেই বাড়িতে ঢুকতেই পারেন না তিনি। কারণ জীবনকৃষ্ণ তাঁর ওপর অত্যাচার করে বাড়ি থেকে বার করে দেন। বিশ্বনাথের অভিযোগ, এ বছরের প্রথমেই তাঁকে মারধর করে বিধায়ক ছেলে বাড়ি থেকে বের করে দেন। ওই বাড়িতে বিধায়কের বাবার রেশন ডিলারশিপ অফিস ছিল। এখন সেটাও খুলতে পারছেন না তিনি। থানায় অভিযোগ জানালেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। এদিকে পুলিশের দাবি, ওটা ভাড়া বাড়ি। বাড়ির মালিকানা নিয়ে বিতর্ক আছে। এরপর জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলাটি ওঠে। কিন্তু বিচারপতি সেই মামলা শোনেননি। তাঁর বক্তব্য, এটি একান্তই পারিবারিক একটি বিষয়। নিম্ন আদালতে আবেদন করার পরামর্শ দেন বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে জীবনকৃষ্ণ সাহার বিরুদ্ধে। বড়ঞার তৃণমূল বিধায়কের বাড়িতে এপ্রিল মাসে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। নিজের ফোন পাঁচিল বেয়ে উঠে বাড়ির পাশে পুকুরে ফেলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে সে সময়ে বিস্তর 'নাটক' হয়েছিল। দীর্ঘ তল্লাশির পর জীবনকৃষ্ণকে গ্রেফতার করে সিবিআই। বর্তমানে তিনি শ্রীঘরে। এদিকে ছেলে গ্রেফতার হতেই বিস্ফোরক দাবি করেন স্বয়ং বিধায়কের বাবা বিশ্বনাথ।

সম্পাদকীয়

শিশুরা কেন অকালে বড় হয়ে যাচ্ছে? এবারে ভাবতে হবেই

শিশু দিবস ক্যালেন্ডারের নিয়ম মেনে আসে যায়, স্কুলে পালিতও হয় সাড়ম্বরে। কিন্তু শিশুরা যে অকালেই শৈশব হারাতে বসেছে, সেই বিষয়টি বড়দের চোখে উপেক্ষিত থেকে যায়। সত্যিই বেশির ভাগ অভিভাবক প্রত্যাশা পূরণের মোহে, সামাজিক চাপে পড়ে বাচ্চাদের বাধ্য করেন ইঁদুর দৌড়ে শামিল হতে। সেই অবৈজ্ঞানিক এবং অমানবিক রুটিন সামলাবার পর এখনকার বাচ্চাদের নিজস্ব খেলার সময় বলে যদি কিছু থেকে থাকে, সেই অমূল্য সময়টুকু অনেকাংশে যন্ত্রনির্ভর। ফলত তাদের আচরণও যান্ত্রিক। শিশুর একটা নিজস্ব জগৎ থাকে কল্পনার এবং সে সেই জগতেরই বাসিন্দা। এইটাই তার সঙ্গে বয়স্কদের মৌলিক প্রভেদ। কিন্তু বাস্তবের এই রুক্ষ মাটিতে শিশুর কল্পনাবৃক্ষের আকাশকুসুমটি হারিয়ে যাচ্ছে বিবিধ যন্ত্রের পর্দার ও-ধারে। আমরা যারা বই বা ক্যাসেটের মাধ্যমে ঠাকুরমার ঝুলি-র লালকমল নীলকমলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তারা মনে মনে প্রতিটি চরিত্রের চেহারা কল্পনা করে নিতাম। এতে শিশুর মৌলিক সৃজন ক্ষমতাও পরিণত হয়ে উঠত। চাঁদের পাহাড় উপন্যাস পড়ে মনে মনে আমাদেরও আফ্রিকা ভ্রমণ সারা হত। কিন্তু বর্তমানে দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের বাড়বাড়ন্তের কারণে বাচ্চাদের আর নতুন করে ভাবার বা কল্পনা করার পরিসরটুকু থাকছে না। ফলে তাদের সৃজনক্ষমতাও ব্যাহত হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে তাদের মনের নির্মল সারল্য। কোভিড পর্বে তো বটেই, তার আগে থেকে অনেক সময়েই অভিভাবকেরা বাচ্চার হাতে মোবাইল ধরিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত রাখতে চেয়েছেন বা বাধ্য হয়েছেন। শৈশব বা কৈশোরে অনুপ্রবেশ ঘটছে এমন বিবিধ শব্দ বা দৃশ্যাবলির, যা তার গোচর হওয়া উচিত ছিল শারীরিক এবং মানসিক ভাবে আরও খানিকটা পরিণত হয়ে ওঠার পর। ভাষাশিক্ষার পাঠ্যক্রমে নির্বাচিত গল্প-কবিতা পড়ে শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীরাই সেগুলিকে নিতান্ত শিশুসুলভ বলে উপহাস করছে। অর্থাৎ, তাদের মন চাইছে আরও পরিণত কিছু, আরও জটিল পটভূমির আখ্যান। শিশুরা কেন অকালে বড় হয়ে যাচ্ছে, সেই প্রশ্ন আজ বার বার মনে জাগে।

শাশ্বত কথা

ঈশ্বর দর্শন

কৃপা হলেই দর্শন হয়। তিনি জ্ঞান সূর্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে, তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি, আর জগতে কত রকম বিদ্যা উপার্জন করছি। তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজে তাঁর মুখের উপর ধরেন, তাহলে দর্শনলাভ হয়। সার্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে করে বেড়ায়,তার মুখ কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু ওই আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায়,আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়। যদি কেউ সার্জনকে দেখতে চায় তাহলে তাকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয় - সাহেব, কৃপা করে একবার আলোটি নিজের মুখের উপর ফিরাও, তোমাকে একবার দেখি। ঈশ্বরকে প্রার্থনা করতে হয়, ঠাকুর কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

সঞ্জয় গান্ধি

১৯২৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও পরিচালক রাজকাপুরের জন্মদিন।*
১৯৩৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিশ্বজিতের জন্মদিন।*
১৯৪৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সঞ্জয় গান্ধির জন্মদিন।*

কেরালার ডাক্তারি ছাত্রীর আত্মহত্যা ফের পণপ্রথার বিভীষিকাকে জাগিয়ে তুলল !

স্বপনকুমার মণ্ডল

আড়াই বছর আগে (জুলাই ২০২১) কেরালার রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের পণপ্রথা বিষয়ে বিতর্কিত প্রস্তাব নিয়ে চর্চার অবকাশ তৈরি হয়েছিল। এমনিতে পণপ্রথার বহুরূপী চেহারা গণমাধ্যমের দৌলতে একুশ শতকেও প্রবহমানই নয়, প্রকাশমুখরও । স্বাভাবিক ভাবেই যা আধুনিক শিক্ষার প্রগতিশীল চেতনাতেও সমাজমানসের অভিশাপ হয়ে রয়েছে, তা দূর করার জন্য শেষে আইনের আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত নয়। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার সোপানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেবিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা যেতেই পারে। যেখানে অপরাধবোধ তীব্র হয়ে ওঠে,সেখানে তার প্রতিবিধানে আইন জরুরি মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬১-এর আইন অনুযায়ী পণপ্রথা সামাজিক অপরাধ। অথচ তা আজও সমান সক্রিয়। সেক্ষেত্রে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পণ দেওয়া এবং নেওয়া থেকে বিরত থাকার মুচলেকা নিয়ে রাজ্যপালের প্রস্তাবে অসঙ্গতি থাকলেও তাঁর উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আড়াই বছর আগে (জুলাই ২০২১) কেরালার রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের পণপ্রথা বিষয়ে বিতর্কিত প্রস্তাব নিয়ে চর্চার অবকাশ তৈরি হয়েছিল। এমনিতে পণপ্রথার বহুরূপী চেহারা গণমাধ্যমের দৌলতে একুশ শতকেও প্রবহমানই নয়, প্রকাশমুখরও । স্বাভাবিক ভাবেই যা আধুনিক শিক্ষার প্রগতিশীল চেতনাতেও সমাজমানসের অভিশাপ হয়ে রয়েছে,তা দূর করার জন্য শেষে আইনের আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত নয়। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার সোপানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেবিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা যেতেই পারে। যেখানে অপরাধবোধ তীব্র হয়ে ওঠে,সেখানে তার প্রতিবিধানে আইন জরুরি মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬১-এর আইন অনুযায়ী পণপ্রথা সামাজিক অপরাধ। অথচ তা আজও সমান সক্রিয়। সেক্ষেত্রে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পণ দেওয়া এবং নেওয়া থেকে বিরত থাকার মুচলেকা নিয়ে রাজ্যপালের প্রস্তাবে অসঙ্গতি থাকলেও তাঁর উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদিকে আইন করে সুফল মেলে,তার দৃষ্টান্তও কম নেই। ধূমপান আইন করে অনেকটাই কমেছে। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ragging-এর বিরুদ্ধে আইনও অনেকটাই সফল হয়েছে। যদিও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বিপরীত ছবিও উঠে এসেছে এবং তা নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেছে। কিন্তু পণপ্রথা শুধু আইনেই নেই,আছে সংস্কার আর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ববোধে। আইন করে বন্ধ করলেই তা নির্মূল হবেই,তা জোর দিয়ে বলা যায় না। আর পণ তো শুধু টাকাপয়সা,ধনদৌলত নয়,অন্ধ আনুগত্যও। এজন্য পণ না পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা'র নিরুপমার করুণ পরিণতি,পণ পেয়েও তাঁর 'হৈমন্তী'র হৈমন্তীর দুর্বিষহ জীবন।

সে প্রথায় ছেলে বা ছেলের বাবাই নয়, তার মাও কম যায় না। শুধু তাই নয়, বাড়িতে একাধিক নারী থাকা সত্ত্বেও একজন নবাগত নারীরকেই শিকার হতে হয়। সেখানে অবস্থানভেদে শোষিতই শোষণ করে,শাসিতই শাসন চালায়। আসলে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি হেয় মানসিকতাই তাকে অবমূল্যায়নের শিকার করে তোলে। সেই মূল্য উসুলে শুধু পণ নয়,দাসত্বের জীবনপণের প্রত্যাশাও জেগে থাকে। একারণে সতীদাহ প্রথা উঠে গেলেও অমানবিক নির্যাতনে তার রেশ বহমান একালেও। শুধু তাই নয়,বিধবা বিবাহেও আমাদের মন ওঠে না। অথচ বিপত্নীকের বিবাহে আমাদের অধীর আগ্রহ। যোগ্য বরের সুযোগ্যা কন্যার দাম্পত্যেও অসুখী জীবন লক্ষ করা যায়। সেখানে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ববোধ সংস্কারকেই সচল করে রেখেছে। অন্যদিকে নারী-পুরুষের বৈষম্যবোধ যেমন পণপ্রথাকে উজ্জীবিত করে রেখেছে, তেমনই তার প্রতিক্রিয়ায় সময়বিশেষে বিকারও উঠে এসেছে । সেখানে নারীদের কাছে পুরুষও শিকার হয়ে ওঠে। সাম্যতা প্রতিষ্ঠায় প্রতিশোধের বিকার নেমে আসে,মর্যাদার অধিকারে আনুগত্যের দ্বন্দ্বও উপস্থিত হয়। সেদিক থেকে পণপ্রথা শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই নয়,পুরুষের জীবনেও অভিশাপ মনে হয়। সেখানে পণপ্রথা পণ নিয়ে শুরু হলেও জীবনপণ হয়ে ওঠে । যৌবনে সেই নতুন জীবনে চলার পথের নিজের ভূমিকাটি সম্পর্কে আত্মসচেতনতাও জরুরি। যা সাধারণ ভাষায় সহজবোধ্য হয় না, তাই আইনের ভাষায় বোধগম্য মনে হয়। সেদিক থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সেই বৈষম্যমূলক মূল্যবোধের সংস্কারমুখী শিক্ষার শুভ সূচনা অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে। তাতে সমস্যা নির্মূল না হলেও কাণ্ডজ্ঞান জেগে উঠবে। প্রাত্যহিক জীবনে জ্ঞানের চেয়ে কাণ্ডজ্ঞানই বেশি জরুরি। সংস্কারের মূলেও সেই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। সেই অভাববোধ যত দূর হবে, আমজনতার মধ্যে পণ না নেওয়ার পণ ততই ছড়িয়ে পড়বে। যাদবপুরের ragging-এর মতো কেরালার চিকিৎসক ছাত্রীটির আত্মহত্যা নতুন করে পণপ্রথার অস্তিত্বকে জাগিয়ে তুলেছে। সেখানে পণের বিনিময়ে নারীকেই শুধু ছোট করে দেখা হয় না, পুরুষকেও হেয় করে তোলা হয়। যার নেই সেই তো হাত পাতে। অভাবেই তো লোকে ভিখারি হয় । আর যারা স্বভাবে হাত পাতে, তারা ভিখারিরও অধম। সেদিক থেকে পণপ্রথা পুরুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে না, বরং হ্রাস করে থাকে। নারীদের পণের মাধ্যমে যোগ্য করতে গিয়ে পুরুষ নিজের যোগ্যতাকে প্রশ্নের সামনে এনে দেয়। শিক্ষিত হয়েও সেই অযোগ্যতা আজও আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। অন্যদিকে পণপ্রথার জন্য আত্মহত্যাকেও মেনে নেওয়া যায় না। আত্মহত্যা তো সমাধান নয়,বরং ঘোরতর সমস্যা। অভিমানের জয় দেখাতে গিয়ে মানের পরাজয় ঘটে। জীবনযুদ্ধে পণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই জীবনপণ জরুরি। আত্মহত্যায় সেই লড়াইটাই থেমে যায় না, পরাজয়কে আরও প্রশস্ত করে তোলে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষায় অমাবস্যা

অশোক সেনগুপ্ত

রাজ্যের প্রাক্তন তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী (২০০৬-'১১) এবং কম্পিটার বিজ্ঞানের প্রায় ৩৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যাপক ডঃ দেবেশ দাসের মতে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেহাল কর্মসংস্কৃতির সমস্যাটা গোটা দেশেই। তবে, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও খারাপ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দিনের পর দিন স্থায়ী উপাচার্য নেই। ঐতিহ্যবাহী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ যিনি স্থায়ী উপাচার্য ছিলেন, তাঁর নিয়োগ সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। কারণ তাঁর নিয়োগপত্রে সই করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে, যা তিনি করতে পারেন না, সই করার কথা আচার্যের। এমন লজ্জার ঘটনা দেশে কোথাও ঘটেনি। রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের দ্বৈরথে উচ্চশিক্ষা উঠে যাওয়ার জোগাড়। সম্প্রতি রাজ্যপাল আচার্য হিসাবে কিছু নিয়োগ করছেন, সেখানে ইউজিসি নির্দেশিত কোনো গাইডলাইনস তিনি মানছেন না।

শিক্ষক আছেন তো পড়ুয়া কম। বা, পড়ুয়া আছে তো শিক্ষক নেই! দিনকে দিন নানা কারণে কমছে ক্লাশের সংখ্যাও। অনেক ক্ষেত্রেই শেষ হচ্ছে না নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম। প্রতিষ্ঠানগুলোয় বাড়ছে রাজনৈতিক থাবা। ব্যতিক্রম বাদ দিলে সব মিলিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তায় সরকারের উচ্চশিক্ষা।

এই মুহূর্তে অশান্তি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ্যক্রমে পড়ুয়াদের পরীক্ষায় বসার জন্য ৫০ শতাংশ হাজিরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়াও হাজিরার

ওপর রয়েছে ৫ শতাংশ 'ওয়েটেজ'। এতে ক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ। প্রকাশ্যে তাঁরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনোলজি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (ফেটসু) বিষয়টি নিয়ে লিখিত প্রতিবাদ জানিয়েছে কাউন্সিলের কাছে। বিভাগীয় প্রধানদের দাবি, নানা কারণে ক্লাশে পড়ুয়াদের হাজিরা কমছিল। তাই ভাবনাচিন্তা করেই কাউন্সিল বৈঠকে এই হাজিরা নিয়ে হয়েছে। বিভাগীয় ডিন শাশ্বতী মজুমদার জানান, আগামী ৪ জানুয়ারির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।

কেবলই কি পড়ুয়া? শিক্ষকরাও কতটা সময় দিচ্ছেন শিক্ষকতায়? সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর অনুগামী বলে বর্নিত যাদবপুরেরই এক 'সুযোগসন্ধানী' শিক্ষক দক্ষিণ কলকাতার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বড় জমায়েতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নানা 'ভিত্তিহীন অভিযোগ' এনে উত্তেজক মন্তব্য করেছেন। তিনি আবার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতেও আছেন। পড়ুয়াদের অনেকের অভিযোগ, ক্লাশ নেওয়ার চেয়ে তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কী করলে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে, সেদিকে মনোনিবেশ করা।

কেবল তিনি নন, সমস্যাটা প্রায় সর্ব স্তরে। পড়া এবং পড়ানোর আগ্রহ, আগের তুলনায় দুইই ঢের কমেছে। দক্ষিণ কলকাতার সুপরিচিত এক কলেজে অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ রায় এ কথা জিনিয়ে এই প্রতিবেদককে বলেন, ইউজিসি-র বিধিতে আছে একজন প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর সপ্তাহে যথাক্রমে ১৮ ঘন্টা, ১৬ ঘন্টা ও ১৪ ঘন্টা পড়াবেন। কিন্তু খাতায়-কলমেই আটকে গিয়েছে ওই নির্দেশিকা। বাস্তবে তা দূর অস্ত।দ

যাদবপুরের মত তথাকথিত কুলীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই যদি কর্মসংস্কৃতি বেহাল হয়, তাহলে অন্যত্র যে কর্মসংস্কৃতির ছবি খুব ভাল হবে না, তা সহজেই অনুমেয়। প্রায় ১৪ বছর রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য-সহ

প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ নানা দায়িত্বে ছিলেন ডঃ বাসব চৌধুরী। বর্তমানে একটি বেসরকারি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, 'এখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শাসনক্ষমতায় কারা, সেদিকে তাকিয়ে থাকে। উন্নত দেশগুলোয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতির হস্তক্ষেপ খুব একটা সমস্যা তৈরি করে না। বিশ্ববিদ্যালয় চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে। আর, কেবল এ রাজ্যে নয়, গোটা দেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় পঠনপাঠন-সহ সার্বিক কর্মসংস্কৃতির মান অনেক উন্নত।'

রাজ্যের প্রাক্তন তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী (২০০৬-'১১) এবং কম্পিটার বিজ্ঞানের প্রায় ৩৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যাপক ডঃ দেবেশ দাসের মতে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেহাল কর্মসংস্কৃতির সমস্যাটা গোটা দেশেই। তবে, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও খারাপ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দিনের পর দিন স্থায়ী উপাচার্য নেই। ঐতিহ্যবাহী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ যিনি স্থায়ী উপাচার্য ছিলেন, তাঁর নিয়োগ সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে। কারণ তাঁর নিয়োগপত্রে সই করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে, যা তিনি করতে পারেন না, সই করার কথা আচার্যের। এমন লজ্জার ঘটনা দেশে কোথাও ঘটেনি। রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের দ্বৈরথে উচ্চশিক্ষা উঠে যাওয়ার জোগাড়। সম্প্রতি রাজ্যপাল আচার্য হিসাবে কিছু নিয়োগ করছেন, সেখানে ইউজিসি নির্দেশিত কোনো গাইডলাইনস তিনি মানছেন না।

উপাচার্য নিয়োগের মতো রুটিন কাজই করা যাচ্ছে না, আবার অন্য কাজ! অধ্যাপকপদে স্বাভাবিকভাবেই নিয়োগ হচ্ছে না। কলকাতায় অবস্থিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কত অধ্যাপক পদ আছে, আর তার কত পদ খালি, তা খোঁজ নিয়ে যা জেনেছি তা দেখুন। কলকাতা, যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী; এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৯৩, ৮৬৮ ও ১৯৯। এর মধ্যে খালি পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৯৮, ২৪৩ ও ৭৮। খালি পদের শতাংশ যথাক্রমে ৫০, ২৮ ও ৩৯।

ভাবতে পারেন, কলকাতার মতো ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ৫০ শতাংশ অধ্যাপক পদ খালি থাকে, তবে কী পড়াশুনা হবে? খোঁজ নিলে দেখবেন, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়তেও অবস্থা তথৈবচ। খোঁজ নিয়ে জানলাম, পুরোপুরি সরকারি কলেজগুলিতে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ নেই, কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ অধ্যাপক পদ খালি।

আর আছে কলেজে কলেজে ছাত্র সংগঠনের নামে শাসক দলের দাপাদাপি। কলেজে কলেজে ছাত্রভরতিতে ছাত্রসংগঠনের দুর্নীতি, শিক্ষকদের গায়ে হাত, অপমান। ভাঙড় কলেজে অধ্যাপিকার গায়ে জল ভর্তি জগ ছুঁড়ে মারেন তৃণমূল নেতা। রায়গঞ্জ কলেজে ছাত্র পরিষদের হয়ে ৫৬ বছরের তৃণমূল নেতা অধ্যক্ষের জামার কলার ধরে টেনে নিয়ে গেলে, মুখ্যমন্ত্রী বলেন - 'বাচ্চা ছেলের কাজ'।

পঙ্কজ রায়ের মতে, 'এখন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষকদের বেতন খুবই ভাল। সুযোগ যত বেড়েছে, শিক্ষকদের ক্লাশ নেওয়ায় আন্তরিক আগ্রহ যেন ততই কমেছে। কিছু ক্ষেত্রে এ নিয়ে পড়ুয়ারা অভিযোগ করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বলতে গেলে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। অধ্যক্ষদের সপ্তাহে অন্তত চারটে বিশেষ ক্লাশ নেওয়ার কথা। অনেক সময়ে তাঁরাও সেটা নিতে পারেন না। কারণ, তাঁকে অনেক সময় 'স্টপ গ্যাপ' অর্থাৎ গড়হাজির কোনও শিক্ষকের ক্লাশের সামাল দিতে হয়। একজন অধ্যক্ষকে ৮টি কলেজের পরিচালনসমিতির সদস্য করা হয়েছে। তা উনি ওই সব সমিতির বৈঠকে নিয়মিত হাজিরা দিতে গেলে ক্লাশ নেওয়ার সময় কম পাবেন!'

ডঃ দেবেশ দাস লিখেছেন, '২০১৫ সালে বেশ কয়েকবার দিল্লি যেতে হয়েছিল কতগুলি কাজে। গেলেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অফিসে যেতাম একটা জরুরি কাজে, সেটা হচ্ছে কমিশন থেকে একটা টাকা আসার কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রোজেক্টে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আসছে না, তার তাগাদা দেওয়া। প্রায় এক বছর ধরে তাগাদা দিচ্ছি। ২০১৪ সালে মোদির সরকার হওয়ার সময় বলেছিল, এই তো সরকার এলো, কয়েকদিন যাক, তারপর হবে। সেটাই বছর ঘুরে গেল। শেষে একদিন এক বড়ো অফিসারের সাথে দেখা করে রাগ করেই ইউজিসি-র দুর্বল কর্মসংস্কৃতি নিয়ে দু-চার কথা বলে ফেললাম। কর্মসংস্কৃতি নিয়ে বলায় ভদ্রলোকের বোধহয় মনে লেগে গেল। বললেন - 'আমি রোজ সকালে সাড়ে ৯টায় আসি, বিকালে ফিরি। তুমি আমার টেবিলে কোনো ফাইল পড়ে আছে দেখেছ? আমি সব ফাইল ছেড়ে দিয়েছি। সারাদিন এই চেয়ার-টেবিলে পুতুলের মতো বসে থাকি, আমার কোনো কাজ বাকি নেই, সব ফাইল আমার সই করা হয়ে গেছে, আমার সইয়ের পর একটা মিটিঙে সিদ্ধান্ত হবে, সিদ্ধান্ত হলে তারপর আমার আবার কাজ।' এই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই জানলাম, এই ধরনের মিটিং সাধারণত কয়েক মাস অন্তর হয়, মিটিঙে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে হওয়ার কথা, কিন্তু তিনি এক বছর ধরে মিটিং করার সময় দিতে পারছেন না বলে মিটিং হচ্ছে না, ফলে এই ধরনের কোনো ফান্ড রিলিজও বন্ধ ('দেশহিতৈষি, ১ সেপ্টেম্বর, '২৩)।

ডঃ বাসব চৌধুরীর মতে, 'শিক্ষকতা প্যাশন থেকে যত প্রফেশন এবং তার থেকে 'ইণ্ডাস্ট্রি অ্যাসেম্বলি লাইনে' পর্যবসিত হয়েছে, পরিস্থিতি তত প্রতিকূল হয়েছে। এখন অনেক ক্ষেত্রে কোর্স আউটকাম, প্রোগ্রাম আউটকামের মত ফল-ভিত্তিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের শিক্ষার নীতি-নির্ধারকদের প্রায় কেউই শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন পড়ানো, গবেষণা, খাতা দেখা) যথেষ্ঠ অভিজ্ঞ নন। শিক্ষকতার চেয়েও তাঁদের বেশি নজর ছিল কুর্সির দিকে। নীতি-নির্ধারণে তাই অসম্পূর্ণতা থেকে গিয়েছে।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি সহ বার্নপুরে আয়কর দপ্তরের হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বুধবার ভোর থেকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বার্নপুরে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মহঃ সোহরাব আলির বাড়ি সহ একাধিক জায়গায় আয়কর দপ্তর বা ইনকাম ট্যাক্সের (আইটি) আধিকারিকরা হানা দেন। প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ি ছাড়াও একইসঙ্গে সাতসকাল থেকে আয়কর দপ্তরের অভিযান শুরু হয় বার্নপুরের ধরমপুরের বাসিন্দা স্ক্র্যাপ বা ছাঁট লোহার কারবারি ও তৃণমূল নেতা সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদের বাড়ি ও অফিসে। অভিযান চলে বার্নপুরের বাসিন্দা তাঁর হিসাবরক্ষক বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট পঙ্কজ আগরওয়ালের ও এক ঘনিষ্ঠর বাড়িতেও।

একইভাবে এদিন সাতসকালে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা আসেন আসানসোল শহরের মসজিদ বাড়ি লেনে অন্যতম বড় প্রোমোটার ও ব্যবসায়ী মহেন্দ্র শর্মার বাড়ি ও অফিসেও। এই ব্যবসায়ীর হিসাবরক্ষকের বাড়িতেও আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা যান বলেও জানা গিয়েছে। আয়কর দপ্তরের এই অভিযান নিয়ে এদিন বিকেল পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মহঃ সোহরাব আলি ও মহেন্দ্র শর্মার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে সকালে সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ আয়কর দপ্তরের অভিযানের খবর পেয়ে বাড়ি ঢোকার সময় সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন।

বুধবার শীতের সকালে ঘুম থেকে কেউ ওঠার আগেই ভোরবেলা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা পৌঁছে যান আসানসোল ও বার্নপুরে। প্রায় ৬০ জনের মতো আধিকারিক ও কর্মীরা রয়েছেন আয়কর দপ্তরের দলে। তাঁদের সঙ্গে ১০০ জনের মতো কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান রয়েছেন। এই অভিযানকে কেন্দ্র করে বুধবার ভোর থেকেই আসানসোল

ও বার্নপুর শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বার্নপুরের রহমতনগরে প্রাক্তন বিধায়ক সোহরাব আলির বাড়িতে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা যখন আসেন ঘড়ির কাঁটা তখন বলছে ভোর ৫টা বেজে ২০ মিনিট। রাস্তায় তেমন ভাবে লোক চলাচলও শুরু হয়নি, সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সহ নয়টি গাড়ি। বাড়ির বাইরে গেটের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মোতায়েন করে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা বাড়ির ভেতর ঢুকে যান। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এলাকার বাসিন্দা ও প্রাক্তন বিধায়কের ঘনিষ্ঠরা তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় জমান। গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই অভিযানকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে জল্পনা শুরু হয়ে যায়।

পরে জানা যায়, শুধু সোহরাব আলির এই বাড়ি নয়, তাঁর ওই এলাকায় অন্য একটি বাড়িতে এই অভিযান শুরু হয়েছে। একই ভাবে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা পৌঁছে যান বার্নপুরের ধরমপুরের বাসিন্দা বার্নপুর ইস্কো কারখানার স্ক্র্যাপ বা ছাঁট লোহার কারবারি ও প্রোমোটার সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদের বাড়িতে। পাশাপাশি তাঁর একাধিক অফিস ও হিসাবরক্ষক পঙ্কজ আগরওয়াল ও এক ঘনিষ্ঠর বাড়িতে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা হানা দেন।

বার্নপুরের পাশাপাশি আসানসোল শহরের জিটি রোড লাগোয়া ব্যবসায়ী ও প্রোমোটার মহেন্দ্র শর্মার বাড়ি ও অফিসেও আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা হানা দেন। একযোগে আসানসোল ও বার্নপুরের একাধিক আয়কর দপ্তরের অভিযান এদিন সকাল থেকে শুরু হলেও, ঠিক কী কারণে করা হয়েছে, তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে এদিন সকাল দশটা নাগাদ আয়কর দপ্তরের কয়েকজন কর্মীকে বাইরে থেকে কম্পিউটার ও প্রিন্টার নিয়ে প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায়।

রানিগঞ্জ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়কের স্ত্রী নার্গিস বানো এখন আসানসোল পুরনিগমের ৮২ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর। এদিন ভোরবেলা যখন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে আসেন, তখন সোহরাব আলি ও তাঁর স্ত্রী বাড়িতেই ছিলেন বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান। সকাল আটটা নাগাদ আয়কর দপ্তরের অভিযান শুনে বাড়িতে ঢোকার সময় সংবাদ মাধ্যমকে সৈয়দ ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, 'অন্য বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলাম। খবর পেয়ে আসছি। জানি না কেন তাঁরা এসেছেন। তবে তাঁদেরকে আমি সবরকম ভাবে সহযোগিতা করব।'

সূত্রের খবর, এদিন ভোরবেলা থেকেই যে, আসানসোল ও বার্নপুরে অভিযান চালানো হবে, তার প্রস্তুতি মঙ্গলবারই আয়কর দপ্তর নিয়েছিল। মঙ্গলবার রাতে কলকাতা থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে দুর্গাপুরে চলে আসেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ তাঁরা কুড়িটির মতো গাড়ি নিয়ে দুর্গাপুর থেকে আসানসোল ও বার্নপুরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তারপরই একাধিক দলে ভাগ হয়ে শুরু হয় অভিযান। যদিও এই অভিযানে আয়কর দফতর কী উদ্ধার করতে পেরেছে, তা জানা যায়নি।

একাধিক দাবিতে বিডিওকে ফরওয়ার্ড ব্লকের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ৬ দফা দাবি জানিয়ে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি পূর্ব ও পশ্চিম লোক্যাল কমিটির পক্ষ থেকে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে ডেপুটেশন দেওয়া হল। বুধবার মিছিল আকারে বাঘমুণ্ডি ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে ডেপুটেশন দেয় তারা। ডেপুটেশন দিতে এসে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বাঘমুণ্ডি জোনাল সম্পাদক জয়সিং মাহাতো জানান, মোট ৬ দফা দাবিতে এই ডেপুটেশন। ১.অবিলম্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের ক্ষতিপূরণ সরকারকে দিতে হবে, ২. কৃষকদের ফসল সহায়ক মূল্য দিয়ে সরকারকেই কিনতে হবে, ৩. সরকারকে বিকল্প চাষের জন্য বিনামূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ করতে হবে, ৪. বাঘমুণ্ডি থানার প্রতি অঞ্চলেই সরকারি ধান ক্রয় কেন্দ্র চালু করতে হবে, ৫. ধান ছাড়াও বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্থদেরও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ৬. বিবিধ। এই কর্মসূচিতে ছিলেন বাঘমুণ্ডি পূর্ব লোকাল কমিটির সম্পাদক পরিমল কুমার, পশ্চিম লোকাল কমিটির সম্পাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, জেলা কমিটির সদস্য তথা তুন্তুড়ি-সুইসা ব্রাঞ্চ সদস্য গোপাল চন্দ্র মাহাতো সহ দলের অন্যান্যরা।

রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা থেকে রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হলেন এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তির সন্ধানে কাঁকসা থানার দ্বারস্থ হলেন নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির নাম আলতাফ খান। ৩২ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির বাড়ি রাজিগঞ্জের চাঁদা এলাকায়। পরিবারের সদস্যদের দাবি, গত ৬ ডিসেম্বর ওই ব্যক্তি কাঁকসার দানবাবা মাজারে এসেছিলেন ব্যক্তিগত কাজে। ওই দিন রাতে তাঁর বাড়ি কাজ না হওয়ায় পরের দিন বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। ৭ তারিখও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তাঁর খোঁজখবর শুরু করেন। সমস্ত আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজ করার পরে তাঁরা কাঁকসার দানবাবা মাজারে খোঁজ করেও তাঁর সন্ধান পাননি। অবশেষে কাঁকসা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবার। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নেমেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

SBI RACC Uluberia (62977)

উল্লেখ্য দখল নোটিশ (স্বত্বাধিকারী [illegible] রায়) 'একদিন' সংবাদপত্রের ১৩.১২.২০২৩ সংস্করণে প্রকাশিত, দাবি নোটিশের তারিখে মুদ্রণ প্রমাদবশত ভুল বেরিয়েছে, যা ১৩.০৯.২০২৩ পড়তে হবে ১৯.০৯.২০২৩ এর পরিবর্তে। অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank

REGIONAL OFFICE : GREATER KOLKATA
3, Middleton Row, Park Street Area
Kolkata - 700 071

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট উল্লেখ্য ভেহিকেল নিলাম বিজ্ঞাপন এই সংবাদপত্রের ১২.১২.২০২৩ সংস্করণে প্রকাশিত সম্পাদনের তারিখ ২৭.১২.২০২৩, **বায়না জমা দাখিলের তারিখ ২৬.১২.২০২৩ পড়তে হবে ২৬.১২.২০২২ এর পরিবর্তে।** অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ১৪.১২.২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **মেসার্স প্রোক্টর প্রতিষ্ঠান অ্যান্ড ট্রেডিং প্রা লি,** একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানির নামে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং বি.০৫.০৪৬০৬ অবাঞ্ছিত অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মূল সার্টিফিকেট এবং কেম্পানির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি সংশ্লিষ্ট অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়েছে।

প্রোক্টর প্রতিষ্ঠান অ্যান্ড ট্রেডিং প্রা লি এর পক্ষে
২৩/২৪ রাধা বাজার স্ট্রিট,
হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১

স্থান : কলকাতা স্বা/-
তারিখ : ১৩.১২.২০২৩ ডিরেক্টর

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল দলিল নং ১৯০৪০২৫২৭-২০১৫ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার-অ্যাসিওরেন্স -৪-কলকাতা সংশ্লিষ্ট সকল সম্পর্কিত ফ্ল্যাট নং ১৩০৪, ১৪তম তল, আরভালি টাওয়ার, গোদরেজ প্রকৃতি নামে পরিচিত কমপ্লেক্সে, অবস্থিত ১৮৭এফ/১, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, পানিহাটি, থানা-খড়দা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন -৭০০১১৫ শ্রীমতি বীথিকা বিমল চন্দ্র ধর কর্তৃক ক্রয় করা, বন্ধকদত্ত অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক নি এর নিকট হারিয়ে/স্থানান্তরিত হয়েছে আমাদের মক্কেল (অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি) এর হেফাজত থেকে সাধারণ কাজের সময়ে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১১.১২.২০২৩ তারিখে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ৭৮৬ তারিখ ১১.১২.২০২৩ দাখিল করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও সন্ধান জানা থাকলে অনুগ্রহ করে ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
তারিখ : ১৩.১২.২০২৩

মেসার্স সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
৭ রেড ক্রস প্লেস, ৫ম তল, কলকাতা- ৭০০০০১,
ফোন : ০৩৩ ৪০০৭২৬২৩,
ইমেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

আপকার গার্ডেন ব্রাঞ্চ
৮, জি. টি. রোড, উদরেজ ভবন
১ম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪

পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৬.০৮.২০২৩ তারিখে **ঋণগ্রহীতা সৌর্য ডিজিটাল সার্ভিস (স্বত্বা. শ্রী রীতেশ বর্মা)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২,৪৫,৩৭,২০১.০০ টাকা (দুই কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার দুশো এক টাকা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাএবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৮ ডিসেম্বর** ২০২৩ তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর নিকট বকেয়া **২,৬০,০১,৯৩৪ টাকা ০৭.১২.২০২৩ অনুযায়ী** সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত রায়তি জমি অবস্থিত মৌজা- মাজিয়ারা, জেএল নং - ৪৩, এলআর খতিয়ান নং ২৬০০ এবং ২৬০১, প্লট নং ২০০৮, থানা- বরাবানি চৌকি, বাবাবানি গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা-বর্ধমান, মোট পরিমাণ এরিয়া- ৫৮ ডেসিমেল, এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী কান্ত দাস এর জমি, দক্ষিণে : নির্মল সাধু এবং অন্যান্যর জমি, পূর্বে : লালু মাজির জমি, পশ্চিমে : সরকারি জমি সমন্বিত।

তারিখ : ০৮.১২.২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : আসানসোল **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট F
পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৪.০৯.২০২৩ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সুব্রত বিশ্বাস** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১২,৯১,১৪৭.৬১ টাকা (বারো লাখ একানব্বই হাজার একশো সাতচল্লিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৩ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** -এর নিকট বকেয়া **১২,৯১,১৪৭.৬১ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি একতলা বসবাসের ভবন ১১৮৪ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা-কৈখালি, জেএল নং ৭৫, দাগ নং আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৩১, খতিয়ান নং আরএস ১০৬, এলআর ১৩৯৫, বগুলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা এবং ব্লক -হাঁসখালি, জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। রেজিস্ট্রেশন সাব জেলা হাঁসখালি এবং জেলা -নদিয়া। চৌহদ্দি : উত্তরে : সন্তোষ কুমার বিশ্বাসের জমি, দক্ষিণে : রামনগর রোড (পিডব্লুডি রোড), পূর্বে : সন্তোষ কুমার বিশ্বাসের ভবন, পশ্চিমে : গোপাল সরকার এবং কৃষ্ণপদ সরকারের ভবন সমন্বিত।

তারিখ : ১৩.১২.২০২৩ **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : বগুলা **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III,
সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ৩০.১২.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।
নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স মার্ক ভিশন** (স্বত্বাধিকারী-শ্রী নবীন কুমার লাহোটি, পিতা প্রয়াত কেশর দেও লাহোটি, ২০বি, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ রোড, কলকাতা- ৭০০০২৫, (বর্তমান ঠিকানা- ২৭/১, স্কুল রো, একতলা, কলকাতা- ৭০০০২৫। **শ্রী নবীন কুমার লাহোটি** পিতা প্রয়াত কেশর দেও লাহোটি (স্বত্বাধিকারী : মেসার্স মার্ক ভিশন) ২০বি, ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০০২৫। বর্তমান ঠিকানা -২৭/১, স্কুল রো, একতলা, কলকাতা- ৭০০০২৫ এবং আরও ফ্ল্যাট নং ১এ,দোতলা, বিবেক বিহার, ফেজ ৫, ব্লক -খণ্ড ৪৯৩/সি/এ, জি টি রোড (দ), থানা-শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২। **শাখা : ভবানীপুর**	বন্ধকদত্ত সম্পদসমূহ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ১এ, দোতলায় পরিমাণ আনুমানিক ১২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ব্লক ১৯, ফেজ ৫, বিবেক বিহার, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪৯৩/সি/এ এবং ৪৯৩/সি/বি জি টি রোড(দ), থানা-শিবপুর, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস হাওড়া, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১১০২। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** হাওড়া মিল কোং লি এবং হাওড়া জুট মিল হিসেবেও পরিচিত, **দক্ষিণে:** জৈন হসপিটাল, **পূর্বে :** ফোরসোর রোড, **পশ্চিমে :** জি টি রোড (দক্ষিণ)। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ১বি, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** লবি, সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট নং ১ ডি, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা সমন্বিত।	**ক) প্রতীকী** **খ) নেই** **গ) ৪৫,০০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) ৪,৫০,০০০.০০ টাকা** **ঙ) ১০,০০০ টাকা** **চ) IDIB3249494891** **ছ) ৬৫,৬৫,৩৬৭.০০ টাকা ১৩.১২.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ**
২	**মেসার্স বেস্ট সার্ভিসেস** (স্বত্বাধিকারী শ্রী রঞ্জন দাস) ইউনিট ঠিকানা : এ-৩, ৫৭/১২, মুখার্জি পাড়া রোড, মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪১, **অফিস ঠিকানা :** ২এ, বনমালি ঘোষাল লেন, বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৩৪। **শ্রী রঞ্জন দাস** (স্বত্বা : মেসার্স বেস্ট সার্ভিসেস) জীতেন্দ্র ম্যানসন, ৪র্থতল, ডাক প্রেমিসেস নং : ৬৭, সেনহাটি কে-অপারেটিভ কলোনি, ওয়ার্ড নং ১১৬, থানা-বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জেলা কলকাতা- ৭০০০৩৪। **শ্রীমতি মধুমিতা দাস** স্বামী শ্রী রঞ্জন দাস, জীতেন্দ্র ম্যানসন, ৪র্থ তল, ডাক প্রেমিসেস নং ৬৭, সেনহাটি কে-অপারেটিভ কলোনি, ওয়ার্ড নং ১১৬, থানা-বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জেলা কলকাতা- ৭০০০৩৪। **শাখা : ভবানীপুর**	বন্ধকদত্ত সম্পদসমূহ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, ৪র্থ তলে, (দক্ষিণ দিকে) পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ১১৮৪ বর্গফুট জি-৩ তলা জীতেন্দ্র ম্যানসন ভবনে, ৩ বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই বাথরুম, এবং এক ব্যালকনি অবস্থিত মৌজা- মামুদপুর, জেএল নং ৭, দাগ নং ৬৭, খতিয়ান নং ২৫, প্রেমিসেস নং ৮৩, সেনহাটি কো-অপারেটিভ কলোনি, ডাক প্রেমিসেস নং ৬৭, ওয়ার্ড নং ১১৬, থানা- বেহালা ডিএসআরও-আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৩৪, জেলা- ২৪ পরগনা, শ্রী রঞ্জন দাস এবং শ্রীমতি মধুমিতা দাস এর নামে। **ভবন নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক, **দক্ষিণে :** স্কিম প্লট নং ৭৫, **পূর্বে :** প্লট নং ৭৫, **পশ্চিমে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।	**ক) প্রতীকী** **খ) নেই** **গ) ৩৯,৪৫,০৮৮.০০ টাকা** **ঘ) ৩,৯৪,৫০৯.০০ টাকা** **ঙ) ১০,০০০ টাকা** **চ) IDIB3249494891** **ছ) ১,০০,৯০,৪০১.০০ টাকা ১৩.১২.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ**

ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের তারিখ এবং সময় - **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi- ৩০.১২.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।**
ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com এবং ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ১১-৪১১০৬১৩১ যোগাযোগ করুন। ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

তারিখ : ১২.১২.২০২৩, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পেবকো মোটরস লিমিটেড
CIN L67120WB1971PLC029802
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮এ, মোনালিসা, ১৭ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন : +৯১ (০৩৩) ৪৬০২ ৫৫৯২; **ইমেল :** ro@pebcomotors.com
ওয়েবসাইট : www.pebcomotors.com

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ধারা ১০৮, ১১০ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং ২২ এর সাথে পড়ুন। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪, সংশোধিত (**"সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস"**), ভারতের কোম্পানি সেক্রেটারিদের ইনস্টিটিউট দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, (**"এসএস-২"**) যেকোন সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ আপাতত বলবৎ ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখে ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এর সাথে পঠিত, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন ২০২১, ২০/২০২১, তারিখ, ৮ ডিসেম্বর ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ ০৫ মে ২০২২, ১১/২০২২ তারিখে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা জারি করা হয়েছে (এর পরে সম্মিলিতভাবে (**"এমসিএ সার্কুলার"**) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পেবকো মোটরস-এর নীচে সংযোজিত বিশেষ রেজোলিউশন ('কোম্পানি') পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে বা বিকল্পভাবে, এই বিষয়ে কোম্পানির দ্বারা প্রদত্ত রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং ('ই-ভোটিং') সুবিধার মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রম নং	বিশেষ রেজোলিউশনের বিবরণ
১	দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (**"সিএসই"/"স্টক এক্সচেঞ্জ"**) থেকে পেবকো মোটরস লিমিটেড (**"পিএমএল"/"দি কোম্পানি"**) এর ইক্যুইটি শেয়ারের স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্তির অনুমোদন, অর্থাৎ, একমাত্র স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে ইক্যুইটি শেয়ার কোম্পানি বর্তমানে তালিকাভুক্ত করা হয়।

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্মটি কোম্পানির সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রদর্শিত হবে। ভোটের অধিকার গণনা করা হবে সেই তারিখে সদস্যের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্য। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ব্যবহার করবেন।
সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে মুদ্রিত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং যথাযথভাবে পূরণ করা ডাক ব্যালট ফর্মটি স্ব-ঠিকানা, ডাক প্রি-পেইড খামে ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে শুক্রবার, ১২ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টায় কাজের সময় শেষ হওয়ার পরে স্ক্রুটিনাইজারের কাছে পৌঁছানো যায়।
কোম্পানিটি সদস্যদের এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা বিষয়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করে ইলেকট্রনিক উপায়ে অর্থাৎ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল") দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে তদনুসারে, কোম্পানি একটি বিকল্প হিসাবে একটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে, যা সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাঠানোর পরিবর্তে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে সক্ষম করবে। ই-ভোটিং সময়কাল বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১৪, ২০২৩ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং শুক্রবার, ১২ জানুয়ারী ২০২৪ বিকাল ৫টায় (উভয় দিন সহ) শেষ হবে। ই-ভোটিং মডিউলটি ১২ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ সিডিএসএল দ্বারা বিকাল ৫টার পরে ব্লক করা হবে। অনুগ্রহ করে সাবধানে পড়ুন এবং ই-ভোটিংয়ের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিতে ছাপানো নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ভোট প্রয়োগ করার সময়, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ভোট দেওয়ার দুটি পদ্ধতির মধ্যে শুধুমাত্র একটিকে বেছে নিতে পারেন, হয় পোস্টাল ব্যালট ফর্ম বা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে। আপনি যদি ই-ভোটিং বেছে নেন, তাহলে পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং বিকল্পর মাধ্যমে ভোট দেবেন না।
কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত তার সভায় পোস্টাল ব্যালট (সহ) পরিচালনার জন্য এ কে লভ অ্যান্ড কোং-এর অনুশীলনকারী সিএস এ কে লভ, কোম্পানি সেক্রেটারি (এফসিএস : ৪৮৪৮; সিপি নং ৩২৩৮) নিযুক্ত করেছে ই-ভোটিং একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য।
স্ক্রুটিনাইজার পোস্টাল ব্যালটের যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পরে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস/বোর্ড কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত যে কোনও ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ১৩ জানুয়ারী, ২০২৪, শনিবার বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। কোম্পানী একই সাথে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে পাঠাবে অর্থাৎ, একমাত্র স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার বর্তমানে তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pebcomotors.com-এও প্রদর্শিত হবে এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে www.evotingindia.com।
ই-ভোটিং সিস্টেম সম্পর্কে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারীর ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন টেলিফোনে আরটিএ নম্বর +৯১ (০৩৩) ২২৮০৬৬১৭/১৮/১৯; ফ্যাক্স +৯১ (০৩৩) ২২১৫-৬৮২৩ বা nichetechpl@nichetechpl.com এ ইমেল করুন। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pebcomotors.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
পেবকো মোটরস লিমিটেড
স্বা/-
শিল্পা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এ৩২৩৪৪

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

রেফা নং : BRN/SARFAESI/23-24/1 **তারিখ : ২২.১১.২০২৩**
হইতে :
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া :
বরাহনগর শাখা
দত্ত ভিলা, ৩৯, বাঘাযতীন রোড, বরাহনগর, কলকাতা- ৭০০০৩৬
প্রতি,
উদয় ভাস্কর বাট্টিনা
বালাজি অ্যাপার্টমেন্ট,
৯/১, কালীচরণ ঘোষ রোড, থানা-বরাহনগর, পো-সিঁথি, কলকাতা- ৭০০০৫০
মহাশয়,

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক **২৬,৫৫,০০০ টাকা** ঋণসুবিধা মঞ্জুর করা হয়। সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ অনুযায়ী মঞ্জুরিকৃত ঋণসুবিধাদি এবং বকেয়া পরিমানের বিস্তারিত নিম্নে প্রদত্ত মতে :-

প্রাপ্ত সুবিধাদি	মঞ্জুরির সীমা	বকেয়া পরিমাণ
ক) গৃহ ঋণ	২৬,৫৫,০০০ টাকা	২৬,২৯,৬৪২.১৯ টাকা

২. ব্যাঙ্ক কর্তৃক উক্ত ঋণসবিধাদি প্রদান করা হয়েছিল নিম্নোক্ত সম্পদ/ জামিন (ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সম্পদের বিস্তারিত) অধীনে অনুযায়ী :-
ক) স্বত্ব দলিল নং ১-৬৯৬৬/২০১৯ তারিখ ০৫.০৮.২০১৯, শ্রী উদয় ভাস্কর বাট্টিনার নামে স্থাবর সম্পত্তি সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত হিসেবে একটি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩এ, "বালাজি অ্যাপার্টমেন্ট", ৪র্থ তলে, জি-৩ তলা ভবনে এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৯/১ কালী চরণ ঘোষ রোড, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, দাগ নং ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১ এবং ৬৭২, এলআর দাগ নং ২৩৯২, খতিয়ান নং ১৫২ এবং ১৫৩, এলআর খতিয়ান নং ১৯৪৭ (সুশীল কান্ত) বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং২৪৭৮, ২৪৭৭, ২৪৭৫, ২৪৭৬, ২৪৮০ এবং ২৪৭৯, হোল্ডিং নং ১১, ওয়ার্ড নং ২১, জেএল নং ০৮, মৌজা-নৈনান, থানা-বরানগর পুরসভা, এডিএসআর কাশীপুর দমদম পিন- ৭০০০৫০।
৩. আপনাদের উক্ত ঋণসুবিধাদির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া ঋণখেলাপির কারণে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে** ০১.১০.২০২৩ তারিখ থেকে গণ্য করা হয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/নিয়মাবলি অধীনে।
৪. উক্ত কারণে আমরা এতদ্বারা উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে **২৬,২৯,৬৪২.১৯ টাকা (চুক্তি মোতাবেক বকেয়া নোটিশের তারিখ পর্যন্ত) এবং পরবর্তী সুদ ৮.৯৫ শতাংশ বার্ষিক যৌগিকহারে মাস অন্তর, সকল শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত,** ব্যর্থ হলে আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি ও ব্যয়ে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিনিময়ে যাবতীয় বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৫. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ, সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।
৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
১০. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

স্থান : কলকাতা **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ : ২২.১১.২০২৩ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI
এসবিআই আরএসিসি উলুবেড়িয়া (৬২৯৭৭)
২য় তল, এসবিআই উলুবেড়িয়া বিল্ডিং, উলুবেড়িয়া, হাওড়া - ৭১১৩১৫
ফোন নং : ৬২৯২৩০৩৬৪২, ইমেল : sbi.62977@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV { রুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১২.০৯.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী গোপাল ঘোষ,** পিতা নবকুমার ঘোষ, মহিয়ারি রায় পাড়া আন্দুল মৌরি, ল্যান্ডমার্ক মহিয়ারি রায় বাড়ি, রায় পাড়া ডোমজুড়, হাওড়া, পিন - ৭১১৩০২, **অন্য ঠিকানা** - শ্রীরাম সুইটস ৪ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৬, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১১,০৭,০৬৬.০০ টাকা (এগার লাখ সাত হাজার ছেষট্টি টাকা) টাকা ২৪.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, মাশিলা শাখার** নিকট বকেয়া **১১,০৭,০৬৬.০০ টাকা (এগার লাখ সাত হাজার ছেষট্টি টাকা) টাকা ২৪.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি পরিবর্তিত "বাস্তু" জমি পরিমাণ আনুমানিক ০২ কাঠা ০১ ছটাক ২০ বর্গফুট আরএস দাগ নং ২৭৪৭, এলআর দাগ নং ৩১২০, আরএস খতিয়ান নং ৪২৪, এলআর খতিয়ান নং ৫৩৯৭,মৌজা- মোহিয়ারি, জেএল নং ০২৮, থানা- ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া, **সম্পত্তি শ্রী গোপাল ঘোষ, পিতা নবকুমার ঘোষ এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : দাগ নং ২৭৫৯ সম্পত্তি, পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : দাগ নং ২৭৪৮ সম্পত্তি সমন্বিত।**

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১১.১২.২০২৩ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান - উলুবেড়িয়া, হাওড়া **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
অবনীশ ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	অবনীশ ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৩ মার্চ ২০১৪
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U45400WB2014PTC200982
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	পি-৪১১/১৬, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৯
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	নির্দেশ ঘোষিত ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ (নির্দেশ গৃহীত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	৮ জুন ২০২৪ (ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু থেকে ১৮০তম দিনে)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	রশমি আগরওয়ালা IBBI/IPA-001/IP-P01461/2018-2019/12281)
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	রেজিস্টার্ড ঠিকানা - ৭৪/১০ লালা বাবু শায়ার রোড, বেলুরমঠ, হাওড়া - ৭১১২০২ ইমেল ঠিকানা - rashmivika10@yahoo.co.in
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	প্রযত্নে রাহুল গুপ্তা, এআরভিজি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, ৫ম তল, ভান্ডারি হাউস, ১৬ এন এস রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ ইমেল - avaneeshcirp@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৬ ডিসেম্বর ২০২৩
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	১. ২. প্রযোজ্য নয় ৩.
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	১. Web link:https://ibbi.gov.in/downloadform.html ২. প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে অবনীশ ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ সোমবার ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অর্ডার গৃহীত হয়েছে ১৩.১২.২০২৩) তারিখে।
অবনীশ ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি মঙ্গলবার ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যে সকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

রশমি আগরওয়ালা
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
অবনীশ ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P01461/2018-2019/12281
(এএফএ বৈধ ২১.১২.২০২৩ পর্যন্ত)

তারিখ : ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩
স্থান : কলকাতা

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৮৯৮০৮/২২৪৮৮১৭৩ ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৪৩০০২১/২২১০৭৮৯৩
ইমেইল: jaibalaji@jaibalajigroup.com, ওয়েবসাইট : www.jaibalajigroup.com

পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (**'কোম্পানি'**) এর সদস্যদের ধারা ১১০ এর সাথে পড়া ১০৮ এর বিধান অনুসারে দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, আইন, ২০১৩, (**'অ্যাক্ট'**) (আপাতত বলবৎ কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা এর পুনঃপ্রণয়ন সহ), কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪, (**'বিধি'**) এর ২০ এবং ২২ বিধি সহ পড়ুন, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') এর রেগুলেশন ৪৪, দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিদের দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (**'এসএস-২'**) ভারতের, প্রতিটি সংশোধিত হিসাবে, সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে পড়ুন ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ০৩/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), ভারত সরকার দ্বারা জারি করা হয়েছে (এর পরে সমষ্টিগতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সহিত পঠিত সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, বিধি ও প্রবিধান, এই বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিশেষ রেজোলিউশন অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের ('পোস্টাল ব্যালট') মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের।
কোম্পানি বুধবার, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পূর্বোক্ত পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে যাদের নাম **৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ('কাট-অফ তারিখ')** সদস্যদের/সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের তালিকায় উপস্থিত রয়েছে এবং যার ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত।
পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসার উত্তর খামের সাথে নোটিশের ফিজিক্যাল কপি এমসিএ সার্কুলারে প্রদত্ত ছাড়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই ডাক ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না।
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.jaibalajigroup.com,** স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই ইন্ডিয়া লিমিটেড **https://www.nseindia.com** এবং **https://www.bseindia.com**-এ পাওয়া যাচ্ছে যথাক্রমে এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**।
কোম্পানি তার সদস্যদের দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড ('সিডিএসএল') এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ :

ই-ভোটিং শুরু	**বৃহস্পতিবার, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ সকাল ৯টা (আইএসটি)**
ই-ভোটিং শেষ	**শুক্রবার, ১২ জানুয়ারি, ২০২৪ বিকাল ৫টা (আইএসটি)**

এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। এই সময়ের মধ্যে, **শুক্রবার ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩** (কাট-অফ-তারিখ) পর্যন্ত ফিজিক্যাল বা ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। রেজোলিউশনের উপর ভোট একবার সদস্য দ্বারা দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে এটি সংশোধন করতে পারবেন না। ভোটের অধিকারগুলি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শুক্রবার ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩** তারিখে সদস্যদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন তিনি তথ্যের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করবেন।
কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ নিয়োগ করেছে মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত, কলকাতা (FRN : P2010WB042700), একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছভাবে পোস্টাল ব্যালট ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে।
স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে পরিচালিত ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ই-ভোটিং শেষ হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতেও অবহিত করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.jaiblajigroup.com** এ আপলোড করা হবে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের ভোট প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে নির্দেশিত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং তাদের সম্মতি **(পক্ষে)** বা ভিন্নমত **(বিরুদ্ধে)** পদ্ধতির মাধ্যমে রেকর্ড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যা নোটের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
ই-ভোটিং সুবিধার সাথে যুক্ত প্রশ্ন/অভিযোগের সমাধানের জন্য যোগাযোগের বিবরণ, যদি থাকে শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এনএম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩, ইমেল **helpdesk.evoting@cdslindia.com** অথবা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্য নং: এফ ৬২৮৫

তারিখ: ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩
স্থান: কলকাতা

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ২ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: আগ্নেয়াঅস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুই দুষ্কৃতী। উদ্ধার একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দু'টি কার্তুজ। মঙ্গলবার রাতে উখড়ার চনচনি কোলিয়ারির সামনে থেকে ধরা পড়ে দুষ্কৃতীরা।

মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উখড়ার চনচনি কোলিয়ারি এলাকা থেকে অণ্ডালের উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হলেন মহম্মদ টিপু (২৮) রানিগঞ্জের রাজারবাঁধ এলাকার বাসিন্দা, অন্যজন সৈয়দ নিজামুদ্দিন (২২) রানিগঞ্জের মাজার শরিফের বাসিন্দা। ধৃতদের বুধবার দুর্গাপুর মহাকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। কেননা ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও অনেক তথ্য মিলতে পারে বলে দাবি পুলিশের।

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক
(একটি সরকারী সংস্থা)
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK
(A Govt of India Enterprise)

হেড অফিস : নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জিপাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া - ৭১১১০১
বর্ধমান রিজিওনাল অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান - ৭১৩১০১
ফোন : (০৩৪২) ২৬৬২৮৯০, ২২৬৬৩৩৯৫, ২৬৬৩৪১২, ২৬৬৩৪২৫, ২৬৬৩৪৩০, ২৬৬২৯৮৭ ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৫৬১১৮১, আমাদের ইমেল করুন : burdwanro.rm@mail.pbgb.co.in

দখল নোটিশ [রুল ৮(১)] পরিশিষ্ট - IV (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
এতদ্বারা পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, হাওড়া রিজিওনাল অফিস এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির প্রতীকী স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক,-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী নিরঞ্জন চৌহান,** পিতা প্রয়াত মুন্নিলাল চৌহান, নারানদিঘি, সাধনপুর, বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদাতা : আশা চৌহান,** স্বামী নিরঞ্জন চৌহান, নারানদিঘি, নারী, পো-বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১। **শাখা : কাঞ্চননগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা-নারী, জেএল নং ৭০, এলআর খতিয়ান নং ১১৯০৮, আরএস খতিয়ান নং ২৯১, আরএস প্লট নং ১৯৪৬/৫০১৭, এলআর প্লট নং ২৯৮৮, পরিমাণ এরিয়া ১৪৪৪ বর্গফুট, শ্রেণি-বাস্তু, থানা- বর্ধমান সদর, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, শ্রী নিরঞ্জন চৌহান পিতা প্রয়াত মুন্নিলাল চৌহান এর নামে বন্ধক দলিল নং ১-১২৭১-২০১০ সালের, এডিএসআর-বর্ধমান, তারিখ ১৭.০২.২০১০। **চৌহদ্দি :** পূর্বে :সুকুমার ব্যানার্জির ভবন, পশ্চিমে : ক্যানাল, উত্তরে : নিশাকর সিং এর ভবন, দক্ষিণে : হরপ্রসাদ ব্যানার্জির ভবন সমন্বিত।	২৩.১২.২০২২ এবং ০৮.১২.২০২৩	ক) ১,১৫,০৩৫.০০ টাকা (এক লাখ পনের হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা) ১২.১০.২০২২ অনুযায়ী (২৮.০২.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) খ) ৯৮,৪২৬.৮০ টাকা (আটানব্বই হাজার চারশ ছাব্বিশ টাকা এবং আশি পয়সা) ১২.১০.২০২২ অনুযায়ী (৩১.১২.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) গ) ৩,৬২,৭৮৫.০০ টাকা (তিন লাখ বাষট্টি হাজার সাতশ পঁচাশি টাকা) ২১.১১.২০২২ অনুযায়ী (৩১.০১.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) এবং প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
২	**ঋণগ্রহীতা : রীতা ওয়েল্ডিং শপ, স্বত্বা : সুচরিতা নন্দী,** স্বামী মনোজ কুমার নন্দী, নবাবহাট, ফাগুপুর, বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদাতা : শ্রী মনোজ কুমার নন্দী,** পিতা হরেকৃষ্ণ নন্দী, নবাবহাট, ফাগুপুর, বর্ধমান, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : কাঞ্চননগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা-গোড়া, জেএল নং ৪১, এলআর খতিয়ান নং ৩১৩৪, এলআর প্লট নং ৪৩৫, পরিমাণ এরিয়া ১৯৮০ বর্গফুট, জমির শ্রেণি : বাস্তু, থানা-বর্ধমান সদর,জেলা-পূর্ব বর্ধমান, সুচরিতা নন্দীর নামে বন্ধক দলিল নং ১-৫৪২,৫৪৩,৫৫৪,৫৫৫, তারিখ ৩০.০১.১৯৮৭, এডিএসআর অফিস বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** পূর্বে : প্রশান্ত গড়াই এর ভবন, পশ্চিমে : মনোজ নন্দীর সম্পত্তি, উত্তরে : গোপাল হালদারের ফাঁকা জমি, দক্ষিণে: হরি সাধন নন্দীর এবিএস শেড সমন্বিত।	০১.০৯.২০২৩ এবং ০৮.১২.২০২৩	ক) ৪,৪৫,১৭১.০০ টাকা (চার লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশ একাত্তর টাকা) টাকা ১৬.০৮.২০২৩ অনুযায়ী (৩০.০৪.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) এবং খ) ৩৮,১১৯.০০ টাকা (আটত্রিশ হাজার একশ উনিশ টাকা) ১২.১২.২০২২ অনুযায়ী (২৮.০২.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ) এবং প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।

তারিখ : ০৮.১২.২০২৩
স্থান : বর্ধমান

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান রিজিওনাল অফিস

এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(ডিসেম্বর 4ঠা 2023 থেকে কার্যকর, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেডের সঙ্গে অভিনিবেশ দ্বারা একত্র হওয়ার পন্থার দ্বারা দ্য স্কীম অফ অ্যামালগামেশন অধীনে পূর্বেকার, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড)
পঞ্জীকৃত কার্যালয় : এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেড, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই 400 098
CIN No.: L67120M7H2008PLC181833
শাখার ঠিকানা : 15 তল, 'পিএস সৃজন টেক পার্ক', প্লট নং 52, ব্লক ডিএন, সেক্টর-V, থানা - বিধাননগর, জেলা 24-পরগণা (উত্তর), সল্টলেক সিটি, কোলকাতা-700 091.
অনুমোদিত আধিকারিক : (1) অশেষ সাহা (9800868054) এবং (2) সন্তোষ তিওয়ারি (9920490126)

L&T Finance

জ্ঞাতকরণ এবং নিষ্পত্তি বিজ্ঞপ্তি

সুরক্ষিত সম্পত্তি থেকে অস্থাবর সম্পদ অপসারণ করতে জ্ঞাতকরণ বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)'কে দেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা সহ-ঋণগ্রহীতাগণ, **এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হাউসিং লিমিটেড** থেকে প্রাপ্ত করা লোনের জন্যে ঋণগ্রহীতাদের 1) **মেসার্স নিউ ঝিলমিল,** 2) **শ্রী ইন্দ্রজীৎ এবং** 3) **মৌ দাস** বকেয়া আদায়ের জন্যে প্রকাশ্য নিলামে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পদ ইতিমধ্যে বিক্রী করেছেন। এখন **এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেড** নিলাম-ক্রয়কারীকে স্থাবর সম্পত্তির দখল হস্তান্তরের প্রক্রিয়াতে আছে

কথিত সম্পত্তির দখল নেওয়ার সময়ে, অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা কথিত পরিসরের মধ্যে কিছু অস্থাবর সামগ্রীর সন্ধান প্রাপ্ত হয়েছিল। সেই জন্যে, এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, আমরা এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে চূড়ান্ত জ্ঞাতকরণ দিচ্ছি যে **22শে ডিসেম্বর 2023** তারিখে বা পূর্বে সকাল 11টা থেকে বিকেল 5টার মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রমাণ দর্শানোর দ্বারা **এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিকের উপস্থিতিতে এবং সম্মতিতে বন্ধকি সম্পত্তির ভেতরে পড়ে থাকা সমস্ত মালপত্র, অস্থাবর, অধিকারভুক্ত দ্রব্য এবং নথিপত্র সরিয়ে দিতে চূড়ান্ত জ্ঞাতকরণ দিচ্ছি। অনুগ্রহ করে মনে রাখুন যে, যদি আপনি নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকতে এবং মালপত্র সরিয়ে নিতে বিফল হন, তাহলে আমরা সমবিষয় আপনার খরচে ও ঝুঁকিতে সরিয়ে দিতে এবং নিষ্পত্তি করতে বাধ্য হবো

সম্পত্তির ঠিকানা : কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনল বাঁশদ্রোণী থানার চৌহদ্দির মধ্যেই, পরিসর নং 142, আতাবাগান, কোলকাতা-700 084, থানা রিজেন্ট পার্ক, জেলা - 24 পরগণা (দক্ষিণ), ওয়ার্ড নং 111 হওয়া, জে.এল. নং 49, ই/পি নং 1662, সি.এস. প্লট নং 1053(পি) সম্বলিত মৌজা-কাণ্ডাহারিতে অবস্থিত ও অধিষ্ঠিত 3 কাঠা এবং 11 ছটাক পরিমাপের জমি

অ্যাকাউন্ট নাম্বার KOLHL17000604

ক্রমিক নং	সামগ্রীর বিবরণ	পরিমাণ	অবস্থান	অনুমিত মূল্য (টাকায়)
1	জলের ট্যাঙ্ক	2	গড়পড়তার নীচে	100
2	গীজার	1	গড়পড়তা	2000
3	এক্সহস্ট ফ্যান	1	গড়পড়তা	200
4	প্লাষ্টিক র‍্যাক	1	গড়পড়তা	50
5	কাঠের খাট	6'x7'	গড়পড়তা	2000
6	সোফা সেট	1	গড়পড়তা	1000
7	সেন্টার টেবিল	1	গড়পড়তা	100
8	কাঠের টেবিল	1	গড়পড়তা	200
9	আলমারি	1	গড়পড়তা	2200
10	কাঠের ক্যাবিনেট	1, বই সহ		800
11	রেফ্রিজারেটর	250 লিঃ	গড়পড়তা, চলছে না	1000
12	চেয়ার সহ ডাইনিং টেবিল	1	গড়পড়তা	2000
13	এসি 1 টন	1	গড়পড়তা	800
14	দেওয়াল ঘড়ি	1	গড়পড়তা	50
15	প্লাষ্টিক টুলস	1	গড়পড়তা	50
16	মিউজিক সিষ্টেম	1	গড়পড়তা	150
17	কাঠের টুল	1	গড়পড়তা	100
18	মাইক্রোওয়েভ	1	গড়পড়তা	1200
19	কিচেন চিমনী	1	গড়পড়তা	1500
20	বাসনপত্রসহ র‍্যাক	LS	গড়পড়তা	800
21	সিলিণ্ডার সহ গ্যাস ওভেন	1	গড়পড়তা	500
22	মিক্সার গ্রাইণ্ডার	1	গড়পড়তা	500
23	ওয়াটার পিউরিফায়ার	1	গড়পড়তা	500
24	কাঠের খাট	6'x7'	গড়পড়তা	1500
25	টিভি সহ কাঠের ক্যাবিনেট	1	গড়পড়তা	500
26	এসি 1.5 টন	1	গড়পড়তা	1200
27	তালা-চাবি সহ আলমারি	1	গড়পড়তা	1500
28	কাঠের টেবিল	1	গড়পড়তা	500
29	সোফা সেট	1	গড়পড়তা	500
30	সিলিং ফ্যান	2	গড়পড়তা	500
31	ড্রেসিং টেবিল	1	গড়পড়তা	300
32	ওয়াশিং মেশিন	1	ক্ষতিগ্রস্ত	800
33	গ্যাস ওভেন	1	গড়পড়তা	300
34	কাঠের টুল	1	গড়পড়তা	150
35	ষ্টীলের বড় পট	1	গড়পড়তা	150
36	প্লাষ্টিক চেয়ার	1	গড়পড়তা	50
37	প্লাষ্টিক বালতি	LS	গড়পড়তা	150
38	বাসনপত্র	LS	গড়পড়তা	50
39	কাঠের মন্দির		গড়পড়তা	150
40	বইসহ কাঠের র‍্যাক		গড়পড়তা	150
41	কাঠের সেল্ফ	2	গড়পড়তা	100
42	কাঠের ক্যাবিনেট	1	গড়পড়তা	50
43	চেয়ার	1	গড়পড়তা	50
44	সিলিং ফ্যান	1	গড়পড়তা	500
45	কাঠের খাট '4X6'	1	গড়পড়তা	700
46	কাঠের চেয়ার	2	গড়পড়তা	200
47	লক করা আলমারি	1	গড়পড়তা	1500
48	ড্রেসিং টেবিল	1	গড়পড়তা	300
49	প্লাষ্টিক বালতি	LS	গড়পড়তা	100
50	হারমোনিয়াম	1	গড়পড়তা	150
51	কাঠের টুল	1	গড়পড়তা	100
52	প্লাষ্টিক টুল	1	গড়পড়তা	100
53	অ্যালুমিনিয়াম ষ্টীল আলমারি কাম অ্যালান	1	গড়পড়তা	600
54	সফ্‌ট টয়েজ	1	গড়পড়তা	100
55	কাঠের খাট	1	গড়পড়তা	1500
56	ক্যাবিনেট প্লাষ্টিক	1	গড়পড়তা	100
57	কাঠের শেল্ফ	1	গড়পড়তা	150
58	প্লাষ্টিক ক্যারী ব্যাগ	6	গড়পড়তা	150
59	সিলিং ফ্যান	1	গড়পড়তা	500
60	কাঠের চেয়ার	1	গড়পড়তা	200
61	টুল	1	গড়পড়তা	100
62	দেওয়ার ঘড়ি	1	গড়পড়তা	100
63	বাসনপত্র	LS	গড়পড়তা	200
64	সাইকেল	1	ভাঙ্গা গড়পড়তা	200
65	মোটর সাইকেল	1	ক্ষতিগ্রস্ত	1000
	মোট অর্থরাশি			**35000/-**

তারিখ : 14.12.2023
স্থান : কোলকাতা

স্বাঃ
অনুমোদিত আধিকারিক
এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হাউসিং লিমিটেডের পক্ষে

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস, রুমা সুইটস বিল্ডিং, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩, পশ্চিমবঙ্গ মো. নং - ৭০০৪২৮৬৩৬০/৮০৯৩০০৩৮০৫
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GQ1148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা /সহ ঋণগ্রহীতা/বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন এবং ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) সংস্থান এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনওরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. এর বকেয়া পরিমাণ জরিমানা সুদ এবং চার্জ ও শুল্ক সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাকে অবগত করা হচ্ছে, উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২. অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	১. ঋণগ্রহীতা : শ্রী সান্তনু অধিকারী সহ-ঋণগ্রহীতা- শ্রীমতি টুম্পা অধিকারী ২) ১৮৮৮৬৭৫১০০০০০১৮৯, ১৮৮৮৬৭৫১০০০০০২৩১, ১৮৮৮৬৭৫১০০০০০২০৪ এবং ১৮৮৮৬৭৫১০০০০০২৫৯	১) ২৩.০৮.২০২৩ ২) ০৮.১২.২০২৩ ৩) ৩১,০৫,০৫৬.২৩ (একত্রিশ লাখ পাঁচ হাজার ছাপ্পান্ন টাকা এবং তেইশ পয়সা) টাকা ১০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট স্বত্ব দলিল বন্ধকদত্ত ২০.০১.২০২০ স্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত চন্দামারি, ওয়েয়া স্লিপার ফ্যাক্টরি, রামপুরহাট, পো-রামপুরহাট, থানা-রামপুরহাট, জেলা-বীরভূম, কুসুম্বা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা-রামপুরহাট, জেএল নং ৭৯, আরএস খতিয়ান নং ৮৪, এলআর খতিয়ান নং ১৩৪৯, ১৩৫০, ১৩৫১, দাগ নং ১১০২/১৫৫৮, প্লট নং আরএস ১১০২, হাল ৩৪৪২(বাস্তু) রামপুরহাট, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩১২২৪ এবং প্রেমিসেস এর চৈহাদ্দি নিম্নমতে : পূর্বে : বাসুদেব মন্ডল,পশ্চিমে : বিশ্বনাথ মন্ডল, উত্তরে : প্রদীপ সাহানি, দক্ষিণে : সড়ক সমন্বিত।
২	১. ঋণগ্রহীতা : শ্রী কমল হুসেন, ২. ১৮৮৮৬৫১১০০০০০৩২৯, ১৮৮৮৬৭২২০০০০০২৮৬, ১৮৮৮৬৭৩২০০০০০০৫৫	১) ২৩.০৮.২০২৩ ২) ০৮.১২.২০২৩ ৩) ৩২,৯৬,৩৭১.৪৪ (বত্রিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশো একাত্তর টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) টাকা ০২.০৪.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ।	স্বত্ব দলিল বন্ধকদত্ত ৩০.০৬.২০২১ তারিখে স্থাবর সম্পত্তির জন্য নির্মিত জমি সার্ভে নং (.), গ্রাম পঞ্চায়েত বড়শাল, জেএল নং ১১৩, খতিয়ান নং -সাবেক-১৩৩, পূর্ব হাল- ৫১১, হাল ৭৫৬, প্লট নং ৩৩৬, তদস্থিত দোতলা ভবন , কমল হুসেনের নামে, অবস্থিত গ্রাম- চন্দনকাঁটা, পো- দেখুরিয়া, থানা-রামপুরহাট, তালুক- রামপুরহাট, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১২৩৩, পশ্চিমবঙ্গ এবং প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : হেলাল শেখ, পূর্বে : সুকুর শেখ, পশ্চিমে : নয়ান শেখ।

তারিখ : ১৪.১২.২০২৩ স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

যুনিয়ন বैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬,
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ "**যেখানে যা আছে**", "**যেখানে যা কিছু আছে**", "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে আগামী **২৯.১২.২০২৩** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে ১০,০০০/- টাকা। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৯.১২.২০২৩ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৮.১২.২০২৩, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ২৯.১২.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২৮.১২.২০২৩	মোট বকেয়া ২০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মা মনসা কোম্পানি **শাখা: রানাঘাট** **সম্পত্তি:** "কমলা ভিলা" নামে একতলা ভবন, হোল্ডিং নং ৩২, শরৎ পল্লী, পোস্ট ও থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১ ২০১, সমীর বিড়ি গলি এবং শরৎ পল্লী কালভার্টের কাছে অবস্থিত। ওয়ার্ড নং ১১ মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, জেএল নং ১৫৫, আরএস দাগ নং ৪৩৬৬, ৪৩৪২, এবং ৭৬৬৭, এলআর. দাগ নং ৯০৬৬, ৯০৩৭, এলআর. খতিয়ান নং ৭৮০৮/১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩২৩, ৪০৬৬৭, রানাঘাট পৌরসভা, জেলা - নদীয়া, **শ্রীমতী সোমা ঘোষ এর মালিকানাধীন** । **যোগাযোগের ব্যক্তি- খুসবু আগরওয়াল - ৯৭৩৯৫ ১৭১০৪**	১. ১৯,৯৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯৯,৩০০.০০ টাকা	১৭,১৫,৫৪৫.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতা- মামনি পাল শাখা- বাঁকুড়া ইএবি** **সম্পত্তি-** শ্রী গৌরাঙ্গ পাল, পিতা- শ্রী হরিপদ পাল এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-খেজুরবেদিয়ায়, জেএল নং- ৪১,এলআর খতিয়ান নং-৫৫৫, আরএস ও এলআর প্লট নং-৪৩১, মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৭৫. চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- গগন পালের বাড়ি, দক্ষিণ- সুধীর পালের বাড়ি, পূর্ব- ৬ ফুট প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম- উত্তম পালের বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি- গীতাঞ্জলি কোনার- ৬২৯৪২৭৫৭৭৮**	১. ৬,২৪,০০০.০০ টাকা ২. ৬২,৪০০.০০ টাকা	১৪,৩৬,১৩৭.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতা-মোল্লা মেডিকেল হল শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং মৌজা ও গ্রাম শক্তিগড় এ অবস্থিত **মিসেস সালিমা মোল্লার নামে,** জেএল নং. নং ১৫৫,বার্সুল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট- শক্তিগড়, থানা-বর্ধমান, জেলা বর্ধমান (পূর্ব) পিন-৭১৩১৪৯ পরিমাপ ১০৩৭ বর্গফুট এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৬" প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব- বিজয় দত্তের বাড়ি, পশ্চিম- অন্যের জমি, দক্ষিণ- মিনা দাশগুপ্তের জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ১২,৬৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,২৬,৪০০.০০ টাকা	১৩,৮৪,৩৬৬.০০ টাকা (তেরো লাখ চুরাশি হাজার তিনশত ছেষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতা-ইলিয়াস সেখ শাখা- কালীচর** **সম্পত্তি** - জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং একতলা ভবন, যা থাঙ্গাপাড়া মৌজায় অবস্থিত জেএল নং- ৭০, এল.আর. প্লট নং-১৪৯৭, এলআর খ নং-১০২০/১, ঝিলু-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা মঙ্গলকোট। **জনাব ইলিয়াস সেখের নামে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- শ্রী মাজাল সেখ এর থ্যাচ শেড, দক্ষিণ- মালিকের খোলা জমি, পূর্ব- মালিকের খোলা জমি, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- বিক্রান্ত কুমার- ৮০৯৭৯৪৪৯০৯**	১. ৫,০৭,০০০.০০ টাকা ২. ৫০,৭০০.০০ টাকা	৮,৮৭,৬৪৪.০০ টাকা (আট লাখ সাতাশি হাজার ছয়শত চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতা- সাহেব আলি শাখা- রামপুরহাট** **সম্পত্তি** - প্রায় ৪.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ১১৪৩ বর্গফুট বিল্ডিং সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং আই-৬৬/২০১২ তারিখ- ০৩/০১/২০১২, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৪৫, এল আর প্লট নং ৭৩৩, রামপুরহাট, মৌজা - বগতুই পূর্ব, কবরস্থান -এর কাছে, জেএল নং ১০৯, রামপুরহাট। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্ব- নূর আলমের সম্পত্তি, পশ্চিম- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি : কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ১৪,১০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪১,০০০.০০ টাকা	১৬,৩২,৭৫১.০০ টাকা (ষোলো লক্ষ বত্রি হাজার সাতশত একান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বসু শাখা: কাঁকসা** **সম্পত্তি:** কাঁকসা ৩ নং কলোনি, কাঁকসা, এলআর- প্লট নং ১৩৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৬৮, জেএল নং ৮৬, মৌজা - কাঁকসা, পোস্ট. - পানাগড় বাজার, থানা - কাঁকসা, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত প্রায় ৬.৪১ ডেসিমেল মাপের একটি একতলা ভবন সহ জমি। রামকৃষ্ণ বসুর নামে আছে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- নন্দ কিশোর - ৭৯০৯০২৭৫৬০**	১. ৩৯,২১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৯২,১০০.০০ টাকা	৯,৭৪,২১৭.০০ টাকা (নয় লাখ চুয়াত্তর হাজার দুইশত সতেরো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী সাধনা দাস শাখা: পুলিশ লাইন** **সম্পত্তি :** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত বিল্ডিং, রাজগঞ্জ, পরিমাপ- ১৬৪০ বর্গফুট , অবস্থান- মালিরবাগান, রাজগঞ্জ কালীতলার কাছে, মৌজা- বর্ধমানে অবস্থিত, হোল্ডিং নং ৪৬৪, জেএলনং ৩০, আরএস প্লট নং ৬১২, এলআর খতিয়ান নং ১২২২৩, এল.আর. দাগ নং ২৬৯৮, বর্ধমান পৌরসভার মধ্যে, পোস্ট- রাজবাটি, ওয়ার্ড নং ২৫, থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান পূর্ব, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০২। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ৩৪,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৪৭,৩০০.০০ টাকা	১৭,৯৪,১১১.০০ টাকা (সতেরো লাখ চুরানব্বই হাজার একশত এগারো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতা-সাহানাজ টায়ারস শাখা-সাগরদিঘী সম্পত্তি-** ১. মৌজা বোখারা প্লট নং- ২৩৩২, খতিয়ান নং- ৩৫৮৯, পোস্ট-বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬-এ একটি দোতলা ভবন সহ জমি ২. মৌজা বোখারায় জমির প্লট, প্লট নম্বর ২২৯৭, খতিয়ান নং- ৩৩৮৪, পোস্ট- বোখারা থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬ **যোগাযোগ ব্যক্তি: রাজীব কুমার: ৮২৯২৬৬২২৬১**	১. ১১,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,১০,৫০০.০০ টাকা ১. ৪,২০,০০০.০০ টাকা ২. ৪২,০০০.০০ টাকা	২৬,৩৪,১৪৯.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত ঊনপঞ্চাশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৯.	**ঋণগ্রহীতা-সর্বরহা হার্ডওয়্যার শাখা-পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি** - জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১২৯, এলআর প্লট নং ১৩৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১৭০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪৮০ও ১৪৮১ বন্দুলের অধীনে, মৌজা-করোরি, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১২২৪এ অবস্থিত **শ্রী সব্যসাচী রক্ষিতের মালিকানাধীন।** পরিমাপ ০.০৬ একর। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৩০" প্রশস্ত পিডব্লিউডি রোড, পূর্ব- নিখিল চন্দ্রের শেড এবং জমি, পশ্চিম- হীরালাল কৌরের জমি, দক্ষিণ- দেবদাস চন্দ্রের শেড এবং জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২২,১০,০০০.০০ টাকা ২. ২,২১,০০০.০০ টাকা	২৮,৩৬,৪৫৯.০০ টাকা (আঠাশ লাখ ছত্রিশ হাজার চারশত ঊনষাট টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১০.	**ঋণগ্রহীতা-শ্রীরাম অয়েল মিল শাখা- বর্ধমান প্রধান** **সম্পত্তি** - ০.০২ একর জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, বোনাপাসে অবস্থিত, প্লট নং আরএস ৫১৯৭, এলআর খতিয়ান নং- ৩১৫৫, আরএস খতিয়ান নং- ২২৮, জেএল নং- ২১, মৌজা বোনাপাস, থানা- ভাতার, পোস্ট- বোনাপাস, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১২৫, শ্রী জয়দেব মিস্ত্রী পিতা- প্রয়াত কিরীটী মোহন মিস্ত্রীর নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- সুভাষ দাসের সম্পত্তি, পূর্ব- ডোবা, পশ্চিম- ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: মুন্না রাজা: ৯৪৩১২৮২৭৭১**	১. ৪,৮২,০০০.০০ টাকা ২. ৪৮,২০০.০০ টাকা	৯,৮৪,৭৪৩.০০ টাকা (নয় লক্ষ চুরাশি হাজার সাতশত তেতাল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি **পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় হবে **২৮.১২.২০২৩** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।
বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ www.unionbankofindia.com এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।
এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ১৩.১২.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে দুষ্কৃতীদের হামলায় মৃত্যু যুবকের, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: শ্বশুরবাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে দুষ্কৃতীদের ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত এক যুবক। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারের পতিরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফতেপুর এলাকায়। পরিবারের দাবি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা এলাকা জুড়ে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ইটাহার থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ওই যুবকের নাম তন্ময় সরকার (৩০)। তার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কচরা দেওখন্ডা গ্রামে। পেশায় সে একজন কৃষক। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তড়িঘড়ি তাকে প্রথমে ইটাহার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায় পরিবারের লোক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার ভোর রাতে মৃত্যু হয় তন্ময়ের। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এলাকা জুড়ে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছে পরিবার ও স্থানীয় মানুষজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত তন্ময় সরকারের শ্বশুর দেবকুমার সরকার স্থানীয় পতিরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। তিনি তৃণমূল দল করেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট প্রচারের সময় তার জামাই তন্ময় সরকার সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি। তবে ভোট শেষে তন্ময় আর সেখানে যায়নি। গত রবিবার শ্যালিকার বিয়ে উপলক্ষ্যে ইটাহারের পতিরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাহাভিটা গ্রামে যায় তন্ময় এবং মঙ্গলবার রাতে নিজের মোটর বাইকে চেপে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেই সময়ই স্থানীয় ফতেপুর এলাকায় তার পথ আটকায় কিছু দুষ্কৃতী। সেখানে তাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ দেয় দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি তার ওপর গুলি চালানো হয় বলেও অভিযোগ। স্থানীয় মানুষজন তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের লোককে খবর দেওয়া হয়। পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে প্রথমে ইটাহার স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং পরে রায়গঞ্জ গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসে। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটালো তা নিয়ে ইতিমধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে। পরিবারের দাবি, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তন্ময়ের শ্বশুর দেবকুমার সরকার জানিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরেই তার জামাইকে খুন করার চেষ্টা করেছে বিজেপির লোকেরা। এর আগেও তাদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে জানান তিনি। পাশাপাশি দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছেন তিনি।

অপরদিকে স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি আব্দুল লতিফ জানিয়েছেন, তন্ময় ভোটের সময় তার শ্বশুরের হয়ে প্রচারে ছিল। তার অনুমান বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ইটাহার থানার পুলিশ। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আরামবাগ রেল স্টেশনের পার্কিং জোনে ব্যারিকেড দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগ রেল স্টেশনের পার্কিং জোনের টেন্ডার হওয়ার পর বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। স্টেশন চত্বরে পার্কিং- এ থাকা অটো, টোটো এবং মারুতি ভ্যান চালক ইউনিয়নের বিক্ষোভ চলে বেশ কয়েক ঘণ্টা। এই ইউনিয়নগুলির অভিযোগ তাদেরকে না জানিয়ে অটো, টোটো এবং ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের পাকিং চত্বর ঘেরার কাজ চলছে। এই স্ট্যান্ডের যিনি গ্যারেজ করার জন্য টেন্ডার পেয়েছেন সেই ঠিকাদার পার্কিং জোনের ব্যারিকেড করতে গেলেই অটো, টোটো ও মারুতি ভ্যান চালকেরা প্রতিবাদ করে এবং বিক্ষোভ দেখায়। জানা গিয়েছে, একজন ঠিকাদার পদ্ধতি মেনে গ্যারেজ করার জন্য অনলাইনে আবেদন করেছিলাম পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের কাছে। রেল কর্তৃপক্ষ হ্যান্ডওভার করে গ্যারেজ করার জন্য। সেই মতো কাজ শুরু হয় ৮ ডিসেম্বর থেকে। এই স্ট্যান্ডকে ঘেরার কারণেই স্ট্যান্ডে যে সমস্ত ইউনিয়নগুলি আছে সেই সমস্ত ইউনিয়নের চালক-সহ ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব সমস্যার সমাধানের জন্য লিখিত একটি আবেদনপত্র জমা দিতে যান আরামবাগ স্টেশন ম্যানেজারের কাছে।

তবে সেই আবেদনপত্র আরামবাগের রেল কর্তৃপক্ষ জমা নেয়নি বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে অটো ইউনিয়নের সম্পাদক শেখ খাইরুল বলেন, এখান থেকে তাদের রুজি রোজগারের পথ, সেটা এইভাবে হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে ছেলে মেয়েদের নিয়ে পথে বসতে হবে। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে আরামবাগ স্টেশন ম্যানেজার দীপক চৌধুরী বলেন, ওটা রেলের জায়গা, ওখানে রেল চার বছর আগে টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল গ্যারেজের জন্য। টেন্ডার নেওয়া হয়েছে। সেখানে গ্যারেজ করা হচ্ছে যাত্রীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য। রেল সমস্ত নিয়ম মেনেই করেছে। উনাদের যা অসুবিধা আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেব। সবমিলিয়ে এখন দেখার আরামবাগ রেল স্টেশনের পার্কিং জোনের সমস্যা কবে সমাধান হয়।

স্টল বণ্টনে দুর্নীতি নয়, পৌষ মেলার মাঠ পরিদর্শন শেষে জানালেন সভাধিপতি ফায়েজুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: শান্তিনিকেতন পৌষ মেলায় স্টল বণ্টন নিয়ে কোনওরকম দুর্নীতি হবে না বলে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক। দীর্ঘ টালবাহানার পর বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের যৌথ পরিচালনায় পুরাতন মেলার মাঠে এবছরের ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা শুরু হবে আগামী ৭ পৌষ। মেলার এবারে দায়-দায়িত্ব নিয়েছে বীরভূম জেলা প্রশাসন, তাই স্টলবণ্টন থেকে শুরু করে মেলার সবকিছুতেই জেলা প্রশাসনের নজরদারি থাকবে। বৃহস্পতিবার জেলাশাসক বিধান রায় সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন পুরাতন মেলার মাঠেই জেলা প্রশাসন বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা করতে বদ্ধপরিকর। বুধবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক বোলপুরের মহকুমা শাসক ও বোলপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ওমর শেখ সহ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে মেলার মাঠ পরিদর্শন করেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিগত দিনে স্টল নিয়ে কোনও দুর্নীতির কথা তার জানা নেই তবে তিনি এবছর দায়িত্বে আছেন, আর রবীন্দ্র ঐতিহ্যবাহী এই মেলায় প্রচুর মানুষ আসবেন এবং স্টল বণ্টন নিয়ে কোনও দুর্নীতি হবে না বলেও জানান সভাধিপতি।

শান্তিনিকেতন সৃজনী শিল্প গ্রামে আজ শুরু কলাক্রান্তি পূর্বাঞ্চলীয় লোক মহোৎসব

মিলন গোস্বামী

শান্তিনিকেতন: পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকারের আয়োজনে পূর্বাঞ্চলীয় লোকমহোৎসবের আজ বৃহস্পতিবার বিকাল তিনটের সময় শুভ সূচনা করবেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তথা পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের চেয়ারম্যান সিভি আনন্দ বোস। বোলপুর শান্তিনিকেতন সৃজনী শিল্পগ্রামে বৃহস্পতিবার থেকে চলা বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক লোক অনুষ্ঠান চলবে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ইজেডসিসি পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ৭৫০ জন লোকশিল্পী ও হস্তশিল্পী অংশগ্রহণ করছেন। বৃহস্পতিবার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত স্বপ্না চক্রবর্তী, রতন কাহার, অনাথ বন্ধু দাস, মনিরুদ্দীন আহমেদ, লাল্টু চিত্রকর, পুস্পিত মুখোপাধ্যায়, হরকুমার গুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং সুজিত চট্টোপাধ্যায়কে সম্মাননা জানানো হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। চারদিন ব্যাপী চলা এই অনুষ্ঠানে থাকছে লোকগান লোকনৃত্য, জনজাতীয় নৃত্য ও গান, জনজাতীয় সংস্কৃতির এবং আচার-অনুষ্ঠানের প্রদর্শনী, হস্তশিল্প মেলা, চিত্রকর্মশালা এবং বিভিন্ন রাজ্যের হরেক রকম খাবারের সম্ভার। সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে এই উৎসব। বিকেল ৩টে থেকে প্রদর্শিত হবে বিভিন্ন রাজ্যের লোকসংস্কৃতি। থাকছে-অসমের বিহু, সিকিমের সিংহি ছাম, বিহারের ঝিঝিয়া নৃত্য, ঝাড়খণ্ডের কড়সা নৃত্য, মণিপুরের থাংটা, ওডিশার সম্বলপুরী নৃত্য, ত্রিপুরার হোজাগিরি এবং পশ্চিমবঙ্গের বিলুপ্তপ্রায় টোটো জনজাতীয় নৃত্য বলে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা শ্রী আশিস গিরি এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টার ডক্টর তাপস সামন্ত রায়, প্রোগ্রাম এগজিকিউটিভ জয়দীপ ঘোষ এবং সৃজনীর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অমিত অধিকারী প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা ও পর্যালোচনায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় মাদ্রাসা শিক্ষার অগ্রগতিতে অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস অনুমোদিত একমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি একেএম ফারহাদ এর নেতৃত্বে বুধবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে শাসন থানার অন্তর্গত আমিনপুর কেএমসি সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা ও সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, মাদ্রাসার সার্বিক কল্যাণে রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি না চাইতে যা দিয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আরও বলেন, মাদ্রাসার শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকা মতো এই সংগঠন শ্রেণি ভিত্তিক প্রশ্নপত্র করে চলেছে। বিগত দিনের মতো আগামী দিনগুলিতেও সরকারের প্রত্যেকটা উন্নয়নমুখী কর্মসূচিকে সামনে রেখে মাদ্রাসার শিক্ষকরা দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যায়। একই সঙ্গে পরিবর্তনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শিক্ষকদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা চালু হয়েছে তা অনন্য বলে তিনি দাবি করেন। বাংলার জনদরদী মুখমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় শিক্ষার আধুনিকীকরণে স্মার্ট ক্লাস, উন্নত প্রযুক্তির কম্পিউটার সায়েন্স ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি প্রভৃতিতে সরকারের যে অবদান শিক্ষার মানকে উন্নয়ন করার জন্য তা বিগত দিনে কোনও সরকার করেনি। সংখ্যালঘু খাতে অর্থের বরাদ্দ যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বিতরণ করা হয় তা দেশের কোনও রাজ্যে নেই বলে তিনি দাবি করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নেও রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়ার বিধায়ক হাজী শেখ নুরুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান, আলিয়া ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার সৈয়দ নুরুস সালাম, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের উপসচিব ডঃ আজিজার রহমান, আলিয়া ইউনিভার্সিটি আরবি সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক মাওলানা মনজুর আলম, বারাসাত -২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

বকেয়া বেতনের দাবিতে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে গ্যাস সংস্থার চালকরা

পরিবহণে সমস্যার আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বকেয়া বেতনের দাবিতে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে নামলেন পানাগড় শিল্পতালুকের আদানি গ্যাস সংস্থার চালকরা। বুধবার দুপুর ৩টে থেকে কাঁকসার মাধবমাঠ আন্ডারপাসে চালকরা সমস্ত গাড়িগুলিকে দাঁড় করিয়ে সংস্থার বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। চালকদের অভিযোগ, ৪৮ জন চালক রয়েছেন। দীর্ঘ প্রায় ১বছর ধরে তাঁরা ওই সংস্থায় কাজ করছেন। ৪ মাস বেতন বাকি থাকার পর সেই টাকা ছটপুজোর পর কিছু কিছু করে তাঁদের দেওয়া হয়েছে। সময় মতো তাঁদের বেতন দেওয়া হয় না। বর্তমানে একমাসের বেতন বাকি থাকলেও সেই বেতন দেওয়া নিয়ে গড়িমসি করছে সংস্থা। যার কারণে সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাঁদের।

তাই যতক্ষণ না তাঁরা বেতন পাচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চালকরা। চালকদের আন্দোলনের জেরে পশ্চিম বর্ধমান জেলা সহ আশপাশের জেলাতেও গ্যাস সরবরাহ না হলে পরিবহণের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে পারেন বিভিন্ন যানবাহনের মালিকরা। যদিও এই বিষয়ে সংস্থার কোনও আধিকারিকদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

হনুমানের ধাক্কায় ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু বধূর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ক্ষিপ্ত হনুমানের ধাক্কায় বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে নদিয়ার নবদ্বীপ পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাচীন মায়াপুর প্রথম লেন এলাকায়। মৃত ওই গৃহবধূর নাম নীলিমা বসাক। বয়স আনুমানিক ৫২। পরিবারের লোকেরাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যান নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল পাঠায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। মৃত ওই গৃহবধূ শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা হিসাবে কাজ করতেন। এদিন সকালে স্নান সেরে কাপড় শুকোতে বাড়ির দোতলার ছাদে ওঠেন। সেই সময় ছাদের ওপরে বেশ কিছু হনুমান দাপাদাপি শুরু করে। এরপরই একটি হনুমান ধাক্কা দিলে, ভারসাম্য হারিয়ে বাড়ির দোতলার ছাদ থেকে নীচে পড়ে যান। পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, নবদ্বীপ শহরজুড়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে ভাবে হনুমানের তাণ্ডব চলে তাতে আতঙ্কিত শহরবাসী। বনদপ্তরের তরফে কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বলে অভিযোগ।

সেতুর উদ্বোধন তারকেশ্বরের বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: হুগলির তারকেশ্বরের জগন্নাথপুর গ্রামের খালের এপার ওপারের আট থেকে দশটি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র ভরসা ছিল নড়বড়ে বাঁশের সেতু। এমনকি পড়ুয়ারা এই বাঁশের সেতু পেরিয়েই যেত স্কুল। গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বাঁশের সেতুর বদলে তৈরি করা হোক পাকা সেতু। গত এগারো বছরে পাকা সেতুর দাবিতে বার বার সরব হয়েছিল বিরোধীরা। অবশেষে দীর্ঘ চার দশক পর সেই দাবি মেনে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে শুরু করা হয় পাকা সেতু নির্মাণের কাজ। নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে সেতুর উদ্বোধন করেন তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়। উপস্থিত ছিলেন তারকেশ্বর ব্লক আধিকারিক সহ একাধিক কর্তা ব্যক্তিরা। আনুষ্ঠানিক ভাবে সেতু উদ্বোধনের পরই ধরা পড়ে বিরল ছবি,আনন্দে চোখের জল ঝরে পড়ছে গ্রামের মানুষের। একে অন্যকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। প্রশাসনিক ভাবে জানা গেছে তিন মিটার চওড়া ও উনিশ মিটার লম্বা এই সেতু নির্মাণে খরচ পড়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা।

বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় জানান, এই সেতু তৈরি নিয়ে দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে ওরা আবেদন করেছিল। অবশেষে এই সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হল।

সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগ পিসেমশাইয়ের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ পিসেমশাইয়ের। ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইলের হুমকি, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত পিসেমশাই। মঙ্গলবার গভীর রাতে অশোকনগর থানায় নাবালিকা ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ এর সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্ত আব্দুর রহমানকে (৪৮) ঈশ্বরী গাছা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে অশোকনগর থানা। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ১৩ বছরের ওই নাবালিকা ছাত্রী সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী স্কুল যাওয়ার পথে অভিযুক্ত রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, সে সময় বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে এবং ছবি তুলে রেখে হুমকি দিত অভিযুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে তো নাবালিকাকে নির্যাতন করত। ভয়ে নাবালিকা কাউকে কোনওদিন কিছু জানায়নি। পরবর্তীতে নাবালিকা পরিবারের সদস্যদের সমস্ত ঘটনা জানায়। পরিবারের পক্ষ থেকে অশোকনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে পকসো আইনে মামলা রুজু করে পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজত চেয়ে বুধবার বারাসাত আদালতে পাঠানো হয়।

রেশন সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ, পুলিশকে ফোন করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দুয়ারে রেশনের সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ। বিধায়ক হাতেনাতে ধরে পুলিশে দিলেন। ঘটনায় চাঞ্চল্য হুগলির বলাগড়ের শেরপুরে। অভিযুক্ত রেশন গ্রাহকদের দাবি, রেশনের চাল আটার মান খারাপ, তাই বিকিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা।

বলাগড়ের ডুমুরদহ নিত্যানন্দপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরপুরে গ্রামের মাঠে দুয়ারে রেশন কর্মসূচি চলছিল। অভিযোগ, গ্রাহকরা রেশন তুলে সেখানেই ফরেদের হাতে বিক্রি করে দিচ্ছিলেন। এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়ে বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারি চাল, আটা বিক্রি হচ্ছে দেখে পুলিশকে ফোন করেন। বলাগড় থানার পুলিশ গিয়ে কয়েক কুইন্ট্যাল চাল, আটা বাজেয়াপ্ত করে। প্রচুর পরিমাণ চাল আটা বাজেয়াপ্ত করে লরিতে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিধায়ক বলেন, 'কয়েকদিন ধরেই অভিযোগ পাচ্ছিলাম রেশনের চাল, আটা বিক্রি হচ্ছে। গরিব মানুষের চাল আটা বিক্রি কেন হবে? বুধবার শেরপুরে গিয়ে দেখলাম অভিযোগ সত্যি। চাল, আটার মান খারাপ হলে, রেশন নেওয়ার দরকার নেই।' বিধায়ক নিজেই রেশনের চাল-আটা খান বলে দাবি করেন। এক মহিলার দাবি, 'রেশন থেকে কোনও মাল কিনি না। গ্রাহকরা রেশন তুলে বিক্রি করে সেটা কিনি। আমি নিজেও তৃণমূল কর্মী। কিন্তু দল থেকে কোনও সাহায্য পায়নি তাই এই কাজ করি।' দলের কর্মীই রেশনের মাল কিনছেন শুনে বিরক্ত হন বিধায়ক।

Office of the MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIeT No: 14(2nd Call)/2023-24 & 15 (2nd Call)/2023-24
Publishing & Submission Start Date: 13.12.2023 from 04.00 PM
Bid Submission Closing Date: 25.12.2023 upto 5.00 PM
Bid Opening Date: 28.12.2023 after 11.00 AM
Details See In: wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

Office of the MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIeT No: 19/2023-24
Publishing & Submission Start Date: 13.12.2023 from 04.00 PM
Bid Submission Closing Date: 25.12.2023 upto 5.00 PM
Bid Opening Date: 28.12.2023 after 11.00 AM
Details See In: wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

Arui Gram Panchayat
Barpur, Pasonda, Madhabdihi, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
Tender are invited by Prodhan, Arui Gram Panchayat, for bonafied and resourceful Agency for execution of different development works vide **NIT No.: 20/5th SFC/AGP/2023-24, 21/5th SFC/AGP/2023-24 & 22/5th SFC/AGP/2023-24, Date: 13.12.2023.** Date of Dropping of Sealed Tender Form: On or before **27.12.2023.** Date of Opening: **29.12.2023.** For any other information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Arui Gram Panchayat

HOOGHLY-CHINSURAH MUNICIPALITY
Notice Inviting e-Tender
Notice (NIT) No. WBMAD/C/HCM/Gen/NIT 4/12e/23
Memo No. : 4505/Gen/SS
Date: 11/12/2023
e-Tenders are invited from manufacturers/ suppliers for the Supply of Offset Printing Machine under this municipality vide Tender ID No.2023_MAD_620143_1. Closing date of bid submission is 28/12/2023 upto 14.00 hours. Detailed information will be available from the General/ Establishment dept. of this municipality and bidding website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
CORRIGENDUM
1) NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT- 77(e)/2023-24 Dated: 29/11/2023, Tender ID: 2023_MAD_610103_1 TO 2023_MAD_610103_3. Name of Work: Renovation Of Shiv Mandir At P. K. Saha Lane & Construction Of Bituminous Road At Various Place in Ward No. 31 under Baranagar Municipality. The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tenders are hereby extended up to **19.12.2023** and Bid Opening Date will be **22.12.2023. For details please log on to www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman

Mugura Gram Panchayat
(Raina-I Panchayat Samity)
Vill.+P.O.- Sanktia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are being invited from the eligible contractor vide **Memo No.: i) 374/MGP (Sl.-1) & ii) 375/MGP (Sl- 1), Date: 11.12.2023. Fund: 15th CFC (2023-24) & 5th CFC (2023-24).** Tender will be available in the website www.wbtenders.gov.in and undersigned GP Office. Bid Submission End Date: **20.12.2023 at 11:00 AM.** Bid Opening Date: **22.12.2023 at 11:00 AM.**
Sd/-
Prodhan
Mugura Gram Panchayat

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
VILL - MONIGRAM P.O - DHARMAPUKURIA
P.S - BONGAON DIST - NORTH 24 PARGANAS
Notice Inviting Tender under Dharmapukuria Gram Panchayat
The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development Block Inviting Online Tender (E/Tender) DPUK/360/2023 dt.13.12.2023 15th FC Tied Fund (for efficient bidders). For details visit Website- www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
Dharmapukuria Gram Panchayat

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 06/3rd Call/ Rampara-II GP/ 2023-24 & 08/Rampara-II GP/ 2023-24** With Vide Memo No. **418/ Ram-II GP/2023-24 & 419/ Ram-II GP/2023-24** Dated:- **12-12-2023,** The Last date for online submission of tender is **26/12/2023 upto 02.00 P.M.**
For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE MAHALANDI- II GRAM PANCHAYAT
Kandi Dev. Block, Murshidabad
NIeT No. 09/MHND-IIGP/2023-24. Dated: 11/12/2023
Last date of Dropping: - **25/12/2023 (up to 4.00 pm)**
Date of Opening: **-27/12/2023 (at 4.00 pm)**
Details of tender are available at wbtender.govt.in and office of the undersigned.
Sd/- Prodhan.
Mahalandi - II GP
Jibanti, Kandi, Murshidabad

N.I.T. No. 10 of 2023-2024
Sealed Tender are invited by the Assistant Engineer, Berhampore Sub-Division-III P.W.Dte. for some works on **08.12.2023**
1. Last Date of receipt of Application: - **18.12.2023 up to 2.00 P.M.**
2. Receipt of Tender in sealed envelope:- **20.12.2023 at 3.00 P.M.**
Sd/-
Assistant Engineer, PWDte
Berhampore Sub Division No. III

Office of the Paratal-1 Gram Panchayat
Mohindar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
Prodhan, Paratal-1 Gram Panchayat invited e-NIT vide **e-NIT No.: i) 12/15th CFC/Untied/2023-24, ii) 13/15th CFC/Tied/2023-24 & iii) 14/15th CFC/Tied/2023-24, Date: 11.12.2023** from intending bonafied resourceful contractor. Last Date of Bid Submission: **25.12.2023 at 03:30 PM.** Bid Opening Date: **28.12.2023 at 11:00 AM.** All other information available at **https://wbtenders.gov.in** with **e-Tender ID No.: 2023_ZPHD_620539_1, 2023_ZPHD_620622_1 and 2023 _ZPHD_620691_1.**
Sd/-
Prodhan
Paratal-I Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting E-Tender
N.I.E. ET. No. 80/WS/Eng/23 Dt. 11.12.2023
Memo No. 726/WS/Eng/23 Dated 11.12.2023
Bid Submission period **13.12.23 to 04.01.24 up to 3 P.M.** Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

NIeT No. 08/BDO, KANDI/2023-2024
eTender is hereby invited from bonafide firms/contractor/companies/ Engineering co-operative for Construction of 3 no. Graveyards Boundary wall under Kandi Development Block area and Tender Cost Rs.10.20 lakh to 14.15 lakh of the Block Development Officer, Kandi Development Block for the project of MA & ME.
Start date of downloading of documents: **27/12/2023 from 14.00 hours.**
Last date of downloading of documents:- **29/12/2023 upto 14.30 hours**
All others details will be available in the website **http://wbtenders. gov.in** & **https://murshidabad.gov.in**
Sd/- Block Development Officer
Kandi Development Block
Kandi, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ২২২-এস/১/ডব্লু-II তারিখ ১২.১২.২০২৩। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **টেন্ডার নং.ঃ টিএন- ১৭০-২৩-২৪। কাজের নামঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/II/শিয়ালদহ-র অধীনে বিভিন্ন স্থানে ত্রুটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্ট প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৬০,৬৪,৭৮৪.০০। **বায়না অর্থঃ** ₹ ১,২১,৩০০.০০। **টেন্ডার নথির মূল্য (অফেরতযোগ্য)ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.০১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার নথি ও বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৮.০১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট।
SDAH-296/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে দুপুর ৩টার আগে জমা করতে হবে ও দুপুর ৩.৩০টায় খোলা হবে। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ **(১) টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৩-২৪-১৬, তারিখ ১৩.১২.২০২৩;** নলপুর; উভয় প্রান্তে ক্রসওভার ও হাওড়া প্রান্তে ওভার রান লাইন সহ অতিরিক্ত ডাউন ল্যুপের ব্যবস্থা; ৬৭,২৭,৮২৮.২৬ টাকা; ১,৩৪,৬০০ টাকা। **(২) টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৩-২৪-১৮, তারিখ ১৩.১২.২০২৩;** ওএইচই/পিএসআই ঃ ০১ বছরের জন্য খড়গপুর ডিভিশনে মেচেদাতে মেসার্স র‍্যামকো সিমেন্ট সাইডিংয়ের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ; ২৫,৪৩,০৫০.৯২ টাকা; ৫০,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য** ঃ উভয়ের জন্য নেই। **কাজ শেষ করার সময়সীমা** ঃ উভয়ের জন্য ১২ (বারো) মাস। **জমার তারিখ** ঃ উভয়ের জন্য ০৪.০১.২০২৪-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ** ঃ উভয়ের জন্য ০৪.০১.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, স্পেসিফিকেশনের জন্য ও অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনওভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-913)

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
No. WB-HMC/TN/ED/S&D/27/2023-2024 তারিখ : ০৮.১২.২০২৩
ই-টেন্ডার নোটিশ (৩য় কল)
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার(এস অ্যান্ড ডি), হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এইচএমসি অধীন ওয়ার্ড নং ৪১ এবং ৪৪ অধীনে নিম্নোক্ত ৭৫/১৫, সাউথ বাকসারা রোড থেকে ২৭/১, নবনারীতলা ফার্স্ট বাই লেন পর্যন্ত নিকাশি সংস্কার এবং ৫২, মহেশ পাল লেন থেকে ৭/৩, বাকসারা রোড, বেতোড় পর্যন্ত ৩১৫ মিমি ব্যাসের এইচডিপিই পাইপ সংস্থাপন, কাজের জন্য প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বিভাগীয় এগজিকিউটিউ ইঞ্জিনিয়ার এর ওয়েবসাইট **www.wbtender.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০২.০১.২০২৪ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যে কোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২২১(৩)/২৩-২৪
১২.১২.২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

e- Notice Tender Inviting
e-N.I.T. No.:- 11 (2nd Call),16,17,18,19 & 20 of 2023-24 (Memo No.- 763,740,741,742,764 & 4835/ Deb-PS/ BDO, Dated- 13.12.2023, 11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023 & 13.12.2023) Last Date & Time of submission tender documents:- **25.12.2023, 22.12.2023, upto 18:00 hrs.**
Details may be had from the office in official date & time & www.wbtenders.gov.in,
Sd/-
Block Dev. Officer/Executive Officer
Debra Dev. Block/ Debra Panchayat Samiti

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-118 (2nd Call), 121 (2nd Call), 122 (2nd Call), 135(2nd Call) 141 (2nd Call), 142(2nd Call) 170 to 172/23-24 Dated. 13-12-2023
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Murshidabad, Malda, Birbhum, Bankura, Siliguri, North 24 PGS District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **14-12-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **01-01-2024 before 4.00 pm** as per NIeT.
Dater: 13.12.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

হার ভারতের, প্রশংসিত রিঙ্কু

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডারবানে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হানা দিয়েছিল বৃষ্টি। একটি বলও হতে দেয়নি। পোর্ট এলিজাবেথে আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতেও বেরসিক বৃষ্টি হানা দিয়েছিল। আগে ব্যাটিংয়ে নামা ভারতের স্কোর যখন ১৯.৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮০, আর জেরাল্ড কোয়েটজি পাচ্ছিলেন হ্যাটট্রিকের সুবাস, তখনই বৃষ্টির বাগড়া!

ভারত এরপর আর ব্যাটিংয়ে নামতে পারেনি। দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ্য পাল্টে যাওয়ার সঙ্গে ওভারও কমিয়ে আনা হয়। জিততে হলে ১৫ ওভারে করতে হবে ১৫২। রিজা হেনড্রিকস এবং এইডেন মার্করামের ৩০ বলে ৫৪ রানের জুটিতে রান তাড়ার সিংহভাগ কাজটুকু সেরে ফেলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৭.৫ ওভারে এই জুটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ৪৩ বলে দরকার ছিল ৫৬ রান। এই পথে আরও ৩টি উইকেট পড়লেও শেষ পর্যন্ত ডি/এল নিয়মে ৭ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতেছে মার্করামের দল।

তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। বৃহস্পতিবার জোহানেসবার্গে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ।

ওভারপ্রতি ১০ রানের বেশি তোলার লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার শুরুটা হয়েছিল দুর্দান্ত। প্রথম ২ ওভারেই ৩৮ তুলেছেন দুই ওপেনার হেনড্রিকস ও ম্যাথু ব্রিৎজ। ৭ বলে ১৬ করা ব্রিৎজ তৃতীয় ওভারে রবীন্দ্র জাদেজার বলে আউট হওয়ার পর জুটি বাঁধেন হেনড্রিকস ও মার্করাম। ১ ছক্কা ও ৮ চারে ২৭ বলে ৪৯ করে আউট হন হেনড্রিকস। মার্করামের ব্যাট থেকে এসেছে ১ ছক্কা ও ৪ চারে ১৭ বলে ৩০।

দুজনের জুটি ভেঙে পরের দুই ওভারে আরও দুটি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। কিন্তু ডেভিড মিলার ও ত্রিস্তান স্তাবসের ২২ বলে ৩১ রানের জুটি তা হতে দেয়নি। ১২ বলে ১৭ করা মিলার ১৩তম ওভারে যখন আউট হন, জয়ের জন্য ১৩ বলে ১২ রানের সহজ সমীকরণে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। আন্দিলে ফিকোয়াকে (১০) বাকি পথটা পাড়ি দেন ১২ বলে ১৪ রান করা স্তাবস।

টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামা ভারতের শুরুটা ভালো হয়নি। প্রথম দুই ওভারে দুই ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল ও শুবমান গিলকে হারায় ভারত। দুজনেই ০ রানে আউট। গিলকে তুলে নেন লিজাড উইলিয়ামস, জয়সোয়ালকে মার্কো ইয়ানসেন। ৩৬ বলে ৫৬ রান করা সূর্যকুমার দুটি জুটিতে ভারতের ইনিংসকে পথে ফেরান। তিলক ভার্মার সঙ্গে ২৪ বলে ৪৯ এবং রিংকু সিংয়ের সঙ্গে ৪৮ বলে ৭০ রানের জুটি গড়েন।

এই ইনিংসটি খেলার পথে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ২০০০ রানের মাইলফলকও ছুঁয়ে ফেলেন সূর্যকুমার। ৫৬তম ইনিংসে মাইলফলকটি ছুঁয়ে বিরাট কোহলির গড়া রেকর্ডেও ভাগ বসালেন। এতদিন টি-টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে ইনিংসের হিসাবে দ্রুততম ২০০০ রানের রেকর্ডটি কোহলির একার দখলে ছিল।

৩৯ বলে ৬৮ রানে অপরাজিত ছিলেন রিংকু। ২ ছক্কা ও ৯ চারে সাজানো ইনিংসটিতে রিংকু আরও একবার নিজের সামর্থ্য দেখালেও শেষ ওভারে স্ট্রাইক পাননি। কোয়েটজির প্রথম বলে ২ রান নেওয়া জাদেজা পরের বলে আউট হন। তৃতীয় বলে অর্শদীপ সিংকেও তুলে নিয়ে হ্যাটট্রিকের সুবাস পাচ্ছিলেন এই পেসার। কিন্তু বেরসিক বৃষ্টি হানা দেওয়ায় কোয়েটজি হ্যাটট্রিক পেতেন কি না, তা যেমন জানা গেল না, তেমনি রিংকুর ইনিংসটি কোথায় শেষ হতো সেটাও অজানা রইল।

৩২ রানে ৩ উইকেট নেন কোয়েটজি। ভারতের হয়ে ৩৪ রানে ২ উইকেট মুকেশ কুমারের।

দুই বছর পর জাতীয় দলে ফিরেই নায়ক রাসেল

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুই বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ফিরলেন। ফিরেই ক্যারিয়ার সেরা বোলিং (৩/১৯) করার পর ব্যাট হাতে অপরাজিত ১৪ বলে ২৯। হলেন ম্যাচসেরা। বাংলাদেশ সময় আজ সকালে আন্দ্রে রাসেলের এমন দারুণ প্রত্যাবর্তনের দিনে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ব্রিজটাউনে আগে টসে হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ইংল্যান্ড অলআউট ১৭১ রান। কাইল মায়ার্স, শাই হোপ, রোভম্যান পাওয়েল ও রাসেলের কার্যকরী ইনিংসে ১১ বল হাতে রেখেই ইংল্যান্ডের রান টপকে যায় তারা।

এই জয়ের পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এর আগে ইংল্যান্ডকে ওয়ানডে সিরিজ হারিয়েছিল ক্যারিবীয়রা। সেটা ছিল দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২৫ বছর পর ওয়ানডে সিরিজ জয়।

১৭২ রানের লক্ষ্য ছুঁতে নেমে ব্রেন্ডন কিং স্যাম কারেনের প্রথম ওভারেই দুই ছক্কায় নেন ১৬ রান। ১২ বল ২২ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ভালো শুরু এনে দেওয়া কিংস ফেরেন তৃতীয় ওভারে দলকে ৩২ রানে রেখে। ৪ ছক্কায় মায়ার্স করেন ২১ বলে ৩৫ রান। পাওয়ার প্লেতে ৫৯ রান করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ১০ ওভারে তোলে ৯৯ রান।

শেষ ১০ ওভারে তাদের প্রয়োজন ছিল ৭২। পাওয়েল ও রাসেলের ২১ বলে ৪৯ রানের জুটিতে সেই প্রয়োজন সহজেই মেটায় ক্যারিবীয়রা। ১৫ বলে ৩ চার ও ২ ছক্কায় ৩১ রানে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক পাওয়েল। রাসেলের ২৯ রানের ইনিংসে ২টি করে চার ও ছক্কা।

ইংল্যান্ডের হয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন লেগ স্পিনার রেহান আহমেদ। আরেক লেগ স্পিনার আদিল রশিদ ২৫ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। ইংল্যান্ডের প্রথম ও সব মিলিয়ে দশম বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন রশিদ।

এর আগে ওপেনার ফিল সল্টের সৌজন্যে ইংল্যান্ডের শুরুটা হয়েছিল দারুণ। অধিনায়ক জস বাটলারকে নিয়ে প্রথম পাওয়ার প্লেতে সল্ট দলকে এনে দেন ৭৭ রান। দলকে ৭৭ রানে রেখেই ২০ বলে ৪০ রান করে রাসেলের বলে আউট হন সল্ট।

তিন নম্বরে ক্রিজে আসা উইল জ্যাকসও দ্রুতগতিতে রান তোলায় মনোযোগী হন। দলীয় ৯৮ রানে আউট হওয়ার আগে করেন ৯ বলে ১৭। ৯ ওভারেই ১০০ রানে পৌঁছে যায় বাটলারের দল। দলীয় ১১৭ রানে বাটলার ৩১ বলে ৩৯ রান করে আউট হওয়ার পর ছন্দপতন ইংল্যান্ডের। শেষ ১১ ওভারে ইংল্যান্ড তুলতে পেরেছে ৭১ রান। হারিয়েছে ৮ উইকেট।

আইসিসির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করার ঘোষণা খাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাঠের খেলার শুরুর আগে হঠাৎই জমে উঠেছে পার্থ টেস্ট। সেটা অবশ্য মাঠে অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান খেলার কারণে নয়; বরং আইসিসি ও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার উসমান খাজার কারণে। পার্থে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থনের স্লোগানসংবলিত জুতা পরে খেলতে চেয়েছিলেন খাজা।

জুতায় লেখা ছিল 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার, প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান'। তবে পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও আইসিসির বাধায় পার্থ টেস্টে স্লোগানসংবলিত জুতা পরে নামতে পারবেন না তিনি। এই সিদ্ধান্তের পরই একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন খাজা। যেখানে আইসিসির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

ভিডিও বার্তায় খাজা বলেছেন, 'আমি খুব বেশি বলতে চাই না, দরকার নেই। তবে যাঁরা আমার কথায় কোনোভাবে কষ্ট পেয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে প্রশ্ন করতে চাই। স্বাধীনতা কি সবার জন্য নয়? প্রতিটি জীবন কি সমান নয়? ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে আপনি কোন জাতি, কোন ধর্মের, কোন সংস্কৃতির তাতে কিছু আসে যায় না। সত্যি কথা বলুন তো, আমি প্রতিটি জীবন সমান বলায় যদি অনেক মানুষ কষ্ট পান, আমাকে ফোন করেন এবং বলেন, সেটাই কি বড় সমস্যা নয়? এই মানুষগুলো অবশ্যই আমি যা লিখেছি, তাতে বিশ্বাস করেন না। সংখ্যাটা অল্প নয়। কত মানুষ এভাবে ভাবেন, শুনলে আশ্চর্য হবেন।'

খাজা আবারও দাবি করেছেন তাঁর লেখাটি রাজনৈতিক ছিল না। খাজার ভাষ্য, 'আমি আমার জুতায় যেটা লিখেছি, সেটা রাজনৈতিক নয়। আমি কোনো পক্ষ নিইনি। আমার কাছে প্রত্যেকটি মানুষের জীবন সমান। একজন ইহুদি, একজন মুসলিম ও একজন হিন্দু ও অন্য ধর্মের, প্রত্যেকের জীবন আমার কাছে সমান। যাদের কথা বলা অধিকার নেই, আমি তাদের হয়ে কথা বলছি। এটা আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়। যখন আমি দেখি হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু মারা যাচ্ছে, ওই জায়গাতে আমি আমার দুটি মেয়েকে কল্পনা করি। কী হতো যদি ওখানে ওরা থাকত?'

খাজা যোগ করেছেন, 'কে কোথায় জন্ম নেবেন, সেটা তো কেউ বেছে নিতে পারেন না। এরপর আমি দেখছি, পুরো বিশ্ব তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আমার মন এটা নিতে পারেনি। আমি এরই মধ্যে এটা অনুভব করছি, যখন আমি বেড়ে উঠেছি আমার জীবন অন্য সবার মতো ছিল না। তবে ভাগ্যক্রমে আমি এমন কোনো দুনিয়ায় বাস করিনি, যেখানে বৈষম্য মানে জীবন-মৃত্যু।'

আইসিসির এমন সিদ্ধান্তের বিপক্ষে লড়াই করার ঘোষণা দিয়ে খাজা বলেছেন, 'আইসিসি আমাকে বলেছে, তাদের নিয়ম অনুযায়ী আমি আমার জুতা পরতে পারব না। কারণ, এখানে রাজনৈতিক বিবৃতি আছে। আমি এমনটা বিশ্বাস করি না, এটা মানবিক আবেদন। তাদের মতামত ও সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি কিন্তু আমি এর বিরুদ্ধে লড়াই করব। অনুমোদন নেওয়ার চেষ্টা করব। স্বাধীনতা মানবিক অধিকার।'

এর আগে ম্যাচ,পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স জানিয়েছিলেন দল খাজার পাশে আছে, 'আমার মনে হয়, এটা আমাদের দলের শক্তিশালী দিক যে দলের প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত ও ভাবনা আছে। আজ উজির (খাজা) সঙ্গে এই প্রসঙ্গে কথা বলেছি। আমি মনে করি না, তার এ নিয়ে কোনো হইচই করার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমরা তার পাশে আছি। আইসিসি তাদের নিয়মের বিষয়টি সামনে এনেছে। যে নিয়ম উজি জানত কি না, তা আমি জানি না। সে খুব হইচই করতেও চায়নি। তার জুতায় লেখা ছিল, প্রতিটি জীবনের মূল্য সমানদ, আমার মনে হয়, এটা খুব বেশি বিভেদ সৃষ্টি করে না। মনে হয় না, খুব বেশি মানুষের এ নিয়ে অভিযোগ থাকত।'

কোনো বিশেষজ্ঞ স্পিনার ছাড়াই পার্থে নামছে পাকিস্তান, দুই পেসারের অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেনো, কাদির ট্রফি। অস্ট্রেলিয়া,পাকিস্তান টেস্ট সিরিজের বিজয়ীরা পায় এই ট্রফিটা। দুই লেগ স্পিন কিংবদন্তির নামে যে সিরিজ, সেই সিরিজের প্রথম টেস্টটা পাকিস্তান খেলতে নামছে কোনো বিশেষজ্ঞ স্পিনার ছাড়াই।

অস্ট্রেলিয়া,পাকিস্তান তিন ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট আগামীকাল পার্থে শুরু হবে। একদিন আগেই সেই টেস্টের একাদশ ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। কোনো বিশেষজ্ঞ স্পিনার ছাড়া খেলতে যাওয়া পাকিস্তানের হয়ে দুই পেসার আমের জামাল ও খুররম শেহজাদের অভিষেক হতে যাচ্ছে। পাকিস্তান একাদশে অনিয়মিত স্পিনার হিসেবে আছেন আগা সালমান।

অস্ট্রেলিয়ারও আজ তাদের একাদশ ঘোষণা করেছে। অস্ট্রেলিয়া অনুমিত একাদশ নিয়েই মাঠে নামছে। সর্বশেষ টেস্ট থেকে পরিবর্তন একটি। চোট কাটিয়ে ফিরেছেন স্পিনার নাথান লায়ন। বাদ পড়েছেন আরেক স্পিনার টড মার্ফি। তিন পার্থ টেস্টের স্কোয়াডেই ছিলেন না।

বাবর আজম অধিনায়কত্ব ছাড়ার পর এটি পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ। এই ম্যাচে দিয়ে অধিনায়ক হিসেবে যাত্রা শুরু হচ্ছে পাকিস্তান ব্যাটসম্যান শান মাসুদের। পার্থে পাকিস্তানের হয়ে ওপেন করবেন ইমাম,উল,হক ও আবদুল্লাহ শফিক। মাসুদ তিনে আর বাবর চারে। এই টেস্টে মোহাম্মদ রিজওয়ান ও সরফরাজ আহমেদ;এই দুই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের মধ্যে সরফরাজকে নেওয়া হয়েছে। সুযোগ পেয়েছেন অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ।

পেস বিভাগে শাহিন শাহ আফ্রিদির সঙ্গে থাকবেন অভিষিক্ত পেসার আমির জামাল ও খুররম শাহজাদ এবং অলরাউন্ডার ফাহিম। বিশেষজ্ঞ স্পিনার না থাকলেও সময় সুযোগ হাত ঘোরাবেন সালমান আগা ও সৌদ শাকিল। ২৪ বছর বয়সী খুররম ৪৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন। উইকেট নিয়েছেন ১৩৬টি। অন্যদিকে জামাল ২৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে উইকেট নিয়েছেন ৮০টি। রান করেছেন ৩৭ ইনিংসে ২০ গড়ে ৬৫৮।

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া তাদের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষায় যায়নি। ওপেনার হিসেবে ভরসা রেখেছেন ডেভিড ওয়ার্নার ও উসমান খাজার ওপর। একাদশের বাইরে আছেন ক্যামেরন গ্রিন। অলরাউন্ডার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার ভরসা রেখেছে মিচেল মার্শের ওপর।

অস্ট্রেলিয়ায় পাকিস্তানে কখনো টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি।সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ১৩টি টেস্ট সিরিজ খেলে একবারও জিততে পারেনি পাকিস্তান। শুধু সিরিজ কেন, এখন পর্যন্ত সেখানে ৩৭টি টেস্ট খেলা হয়েছে, তারা জিতেছে মাত্র ৪টি। তবে শেষ জয়টি এসেছে ২৮ বছর আগে।

শ্রীলঙ্কার নতুন নির্বাচক কমিটিতে থারাঙ্গা-মেন্ডিস

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাতীয় দলের জন্য নতুন নির্বাচক কমিটি ঘোষণা করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। সাবেক বাঁহাতি ব্যাটসম্যান উপুল থারাঙ্গাকে চেয়ারম্যান করে গঠিত এ কমিটিতে আছেন আরও চার জন; অজন্তা মেন্ডিস, ইন্ডিকা ডি সরম, থারাঙ্গা পরানাভিতানা ও দিলরুয়ান পেরেরা।

আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে নতুন নির্বাচক কমিটি নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করে এসএলসি। এ কমিটিকে দুই বছরের জন্য জাতীয় দল নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়।

গতকাল নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত তুলে নেওয়ার কথা জানানোর পর আজ নতুন নির্বাচক কমিটি ঘোষণা করা হলো।

সরকারি হস্তক্ষেপে আপাতত আইসিসির নিষেধাজ্ঞায় আছে এসএলসি। তবে নতুন নির্বাচক কমিটিকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী হারিন ফার্নান্ডোই নিয়েছেন বলে এসএলসি জানিয়েছে। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের মনোনয়ন বিবেচনায় এনে এ সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন বলেও জানানো হয়।

নতুন নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান থারাঙ্গাই এ পাঁচজন সাবেক ক্রিকেটারের মধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সবচেয়ে অভিজ্ঞ। প্রায় ১৪ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ৩১টি টেস্ট ও ২৬টি টি-টোয়েন্টির সঙ্গে বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যান খেলেছেন ২৩৫টি ওয়ানডে। ৫০ ওভারের সংস্করণে ১৫টি শতক ও ৩৭টি অর্ধশতক আছে তাঁর।

থারাঙ্গার বাইরে নতুন কমিটির মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ছিলেন অজন্তা মেন্ডিস। 'রহস্য স্পিনার' হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আবির্ভূত হওয়া মেন্ডিস এখনো ম্যাচের হিসাবে দ্রুততম সময়ে (১৯) ৫০টি উইকেটের রেকর্ডের মালিক। ২০০৮ সালে অভিষেকের পর থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেললেও ক্যারিয়ারের পরের ভাগে তেমন আলোচিত ছিলেন না।

সাবেক অফ স্পিনার ডি পেরেরা ৪৩ টেস্টের সঙ্গে খেলেছেন ১৩টি ওয়ানডে, সাবেক ব্যাটসম্যান পরানাভিতানা খেলেছেন ৩২টি টেস্ট। এ পাঁচজনের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে কম অনভিজ্ঞ ডি সরম, ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ৪টি টেস্টের সঙ্গে তিনি খেলেছিলেন ১৫টি ওয়ানডে। ডি সরম অবশ্য এ মাসেও ৫০ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন, পেরেরা খেলেছেন গত মাসে।

নতুন কমিটির প্রথম কাজ হবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল নির্বাচন। আগামী মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবে জিম্বাবুয়ে। আইসিসির নিষেধাজ্ঞায় থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে বাধা নেই শ্রীলঙ্কার।

গোল ঠেকানোর কাজে নেমে গোলের রেকর্ড রামোসের

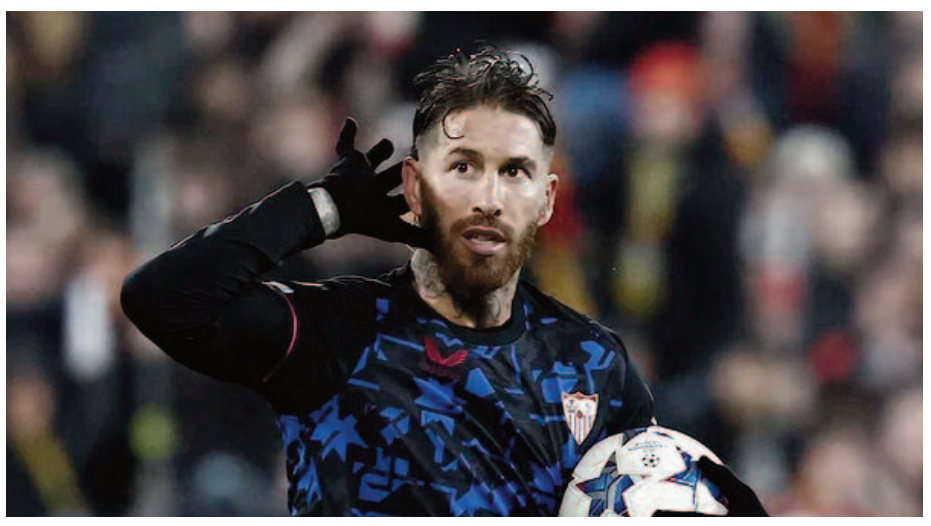

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়নস লিগে গতকাল রাতে লাঁসের মাঠে ২-১ গোলে হেরেছে সেভিয়া। ইউরোপা লিগে সাতবারের চ্যাম্পিয়নরা 'বি' গ্রুপে তলানির দল হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায় নিলেও দারুণ এক রেকর্ড গড়েছেন সের্হিও রামোস। সেভিয়ার এই তারকা এখন চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে ডিফেন্ডার হিসেবে সর্বোচ্চ গোলের মালিক।

রামোসের রেকর্ড গড়া গোলটিও বেশ নাটকীয়। দক্ষতার মিশেল ছিল, সে কথাও বলতে হবে। কারণ, গোলটি যে এসেছে 'পানেনকা' পেনাল্টি শটে! ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধের পর হওয়া তিনটি গোলের মধ্যে প্রথম গোলটিও এসেছে পেনাল্টি থেকে। ৬৩ মিনিটে স্পটকিক থেকে লাঁসকে এগিয়ে দেন ফ্রাঙ্কোভস্কি। এরপর ১৬ মিনিট পর পেনাল্টি থেকে গোল করেন রামোস। লাঁসের বক্সে ফাউলের শিকার হন সেভিয়া স্ট্রাইকার ইউসেফ এল-নেসরি। পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি।

ফরাসি ক্লাবটির গোলকিপার সাম্বা রামোসের নেওয়া স্পটকিক রুখেও দেন। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি প্রযুক্তি (ভিএআর) জানিয়ে দেয়, রামোস শট নেওয়ার সময় ফরাসি ক্লাবটির গোলকিপার গোললাইন থেকে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছিলেন, যা আইনসিদ্ধ নয়।

অতএব দ্বিতীয়বার পেনাল্টি নিতে হবে। রামোস এ যাত্রায় খুব ঠান্ডা মাথায় 'পানেনকা' শটে বল জালে জড়ান। গোলকিপার তাঁর ডান দিকে ঝাঁপ দিলেও রামোস বুটের আলতো টোকায় বলটা মাঝবরাবর জায়গা দিয়ে চালান করে দেন জালে। আর এই গোলের মধ্য দিয়ে রেকর্ডটি গড়েন ৩৭ বছর বয়সী রামোস।

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স' অ্যাকাউন্ট থেকে করা পোস্টে জানানো হয়, প্রতিযোগিতাটির ইতিহাসে ১৭ গোল করেছেন রামোস। আর কোনো ডিফেন্ডার চ্যাম্পিয়নস লিগে রামোসের মতো এত গোল করতে পারেননি।

গোলটি করার আগে রেকর্ডটি জেরার্ড পিকে ও রবার্তো কার্লোসের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন রামোস।

পিকে স্পেন জাতীয় দলে রামোসের একসময়ের সতীর্থ হলেও ক্লাব ফুটবলে দুজনের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় লেগেই থাকত। আর ব্রাজিল কিংবদন্তি কার্লোসের সঙ্গে একসময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রিয়ালের হয়ে লড়েছেন রামোস।

গতকাল রাতে রামোস পেনাল্টি থেকে গোলটি করার আগে তিনজনের গোলসংখ্যাই ছিল সমান; ১৬। স্পেন ও রিয়ালেরই সাবেক সেন্টার ব্যাক ইভান হেলগুয়েরাও একসময় রামোসের সতীর্থ ছিলেন। হেলগুয়েরোর গোলসংখ্যা ১৫।

২০০৪ সালে সেভিয়াতে ক্যারিয়ার শুরুর পরের বছর রিয়ালে যোগ দেন রামোস। ২০২১ সালে ক্লাবটি ছাড়ার আগে ১৬ মৌসুমে পাঁচবার লা লিগা জয়ের পাশাপাশি চারবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন রামোস। আর রিয়াল ছাড়ার আগে ক্লাবটির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে করে গেছেন ১৫ গোল।

২০২১ সালে পিএসজিতে যোগ দিয়ে ফরাসি ক্লাবটিতে দুই মৌসুম ছিলেন রামোস। এ সময় চ্যাম্পিয়নস লিগে ৮ ম্যাচ খেললেও গোল পাননি। গত সেপ্টেম্বরে সেভিয়ায় ফেরার পর চ্যাম্পিয়নস লিগে পেয়েছেন ২ গোল। এর আগে গত নভেম্বরে গ্রুপ পর্বে পিএসভি আইন্দহফেনের বিপক্ষে গোল করেছিলেন রামোস। স্পেনের হয়ে একবার বিশ্বকাপ এবং দুবার ইউরোজয়ী এই কিংবদন্তির চ্যাম্পিয়নস লিগে করা ১৭ গোলের ৩টি এসেছে পেনাল্টি থেকে।

ক্লাব বিশ্বকাপে বেনজেমার নতুন রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: করিম বেনজেমা ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছেন পাঁচবার, সব কটি ট্রফিই রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। এবার একই টুর্নামেন্টে নতুন এক চ্যালেঞ্জের সামনে বেনজেমা। ক্লাব বিশ্বকাপে বেনজেমার এবারের মিশনটা সৌদি আরবের ক্লাব আল ইত্তিহাদের হয়ে। যেখানে প্রথম ধাপটা ভালোভাবেই পেরিয়ে গেছে সৌদি প্রো লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

প্রথম রাউন্ডে নিউজিল্যান্ডের ক্লাব অকল্যান্ড সিটিকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আল ইত্তিহাদ। দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পথে আল ইত্তিহাদের হয়ে গোল করেছেন রোমারিনিও, এনগোলো কান্তে ও করিম বেনজেমা। দ্বিতীয় রাউন্ডে ইত্তিহাদ খেলবে স্বদেশি ক্লাব আল আহলির বিপক্ষে।

এই ম্যাচের ৪০ মিনিটে গোল করে নতুন এক মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন বেনজেমা। ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টুর্নামেন্টের ভিন্ন চারটি সংস্করণে গোল করার কীর্তি গড়েছেন ব্যালন ডি'অরজয়ী এই ফুটবলার। যে গোলে মাইলফলক স্পর্শ করেছেন, সেটি এই প্রতিযোগিতায় বেনজেমার পঞ্চম গোল। ১০ ম্যাচ খেলে এই গোলগুলো করেছেন সাবেক এই রিয়াল তারকা।

দুটি আলাদা ক্লাবের হয়ে চার সংস্করণে গোলের কীর্তি গড়া বেনজেমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, 'প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে চারটি ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে গোল করায় বেনজেমাকে অভিনন্দন। দুর্দান্ত এক খেলোয়াড়ের অবিশ্বাস্য অর্জন। এই সংস্করণের জন্য তোমার জন্য শুভকামনা।'

ভিন্ন সংস্করণে গোল করার কীর্তি গড়লেও সামগ্রিকভাবে গোল করায় এখনো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পেছনেই আছেন বেনজেমা। সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা রোনালদো এই প্রতিযোগিতায় গোল করেছেন সর্বোচ্চ ৭টি। আর তালিকায় ২ নম্বরে থাকা গ্যারেথ বেল করেছেন ৬ গোল।

৫টি করে গোল করে তৃতীয় স্থানে আছেন বেনজেমা, সেজার ডেলগাডো, লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজ। তবে একমাত্র বেনজেমা ছাড়া কেউই এবারের আসরে এ প্রতিযোগিতায় নেই। তাই সামনের ম্যাচগুলোতে ওপরে থাকা রোনালদো ও বেলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে বেনজেমার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**